

Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ

মুসতালাহুল হাদীস

Subject Code 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1

← Marks Distribution →

<input type="checkbox"/> ইনকোর্স পরীক্ষা ও উপস্থিতি : মান- ২০		
ক. ইনকোর্স পরীক্ষা	১৫	
খ. উপস্থিতি	৫	
<input type="checkbox"/> সমাপনী পরীক্ষা : মান- ৮০		
ক. রচনামূলক প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে-	১৫ × ৪ = ৬০	
খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে-	৫ × ৪ = ২০	
		<hr/> সর্বমোট = ১০০

← Exclusive Suggestions →

الملاحظة : أجب عن أربعة من مجموعة (الف) وعن أربعة من مجموعة (ب) -

[دسترك : أংশ থেকে যে-কোনো চারটি এবং (ব) অংশ থেকে যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

الدرجات -	مجموعة (الف)	الدرجات -	مجموعة (ب)	سُنْتَابَانَار هَار
৬০ = ৪ × ১৫				
١. ما المراد بعلم مصطلح الحديث؟ تحدث عن غرضه وموضوعه مع ذكر أشهر المصنفات فيه.	عرف خبر الأحاداد. ثم اذكر اقسامه بالنسبة الى عدد طرقه مفصلاً.	٩٩%	٩٩%	
[أثْرَكَ : أَنْجَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ]	[অংশ থেকে যে-কোনো চারটি এবং (ব) অংশ থেকে যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]			
٢. ما الحديث المتواتر؟ بين شروطه واقسامه وحكمه موضحاً.	ما الحديث المتواتر؟ بين شروطه واقسامه وحكمه موضحاً.	٩٩%	٩٩%	
[أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ]	[অংশ থেকে যে-কোনো চারটি এবং (ব) অংশ থেকে যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]			
٣. عرف الحديث الصحيح والحسن والضعف. ثم اذكر شروط الحديث الصحيح.	ما الحديث الصحيح؟ بين شروطه واقسامه وحكمه موضحاً.	٩٩%	٩٩%	
[أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ]	[অংশ থেকে যে-কোনো চারটি এবং (ব) অংশ থেকে যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]			
٤. ماذا تفهم بالخبر المردود بسبب طعن في الراوى؟ وما اسباب الطعن في الراوى؟ بين مفصلاً.	ماذا تفهم بالخبر المردود بسبب طعن في الراوى؟ وما اسباب الطعن في الراوى؟ بين مفصلاً.	٩٩%	٩٩%	
[أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ]	[অংশ থেকে যে-কোনো চারটি এবং (ব) অংশ থেকে যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]			
٥. عرف الحديث الموضوع. ثم بين حكمه واسباب وضع الحديث موضوعاً.	ما الخبر الموضوع؟ تحدث عن أقسامه مفصلاً.	٩٩%	٩٩%	
[أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ]	[অংশ থেকে যে-কোনো চারটি এবং (ব) অংশ থেকে যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]			
٦. عرف المصطلحات الاتية : المدلس، المعلق، الحديث القدسى، المرفوع، الغريب.	ما المصطلحات الاتية : المدلس، المعلق، الحديث القدسى، المرفوع، الغريب.	٩٩%	٩٩%	
[أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ]	[অংশ থেকে যে-কোনো চারটি এবং (ব) অংশ থেকে যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]			
٧. عرف علم مصطلح الحديث متحدثاً عن موضوعه وغرضه ونشأته وتطوره.	ما علم مصطلح الحديث؟ تحدث عن أقسامه مفصلاً.	٩٩%	٩٩%	
[أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ]	[অংশ থেকে যে-কোনো চারটি এবং (ব) অংশ থেকে যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]			
٨. ما الخبر المردود؟ تحدث عن أقسامه مفصلاً.	ما الخبر المردود؟ تحدث عن أقسامه مفصلاً.	٩٩%	٩٩%	
[أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ أَتْهَلَ دَأْوَ]	[অংশ থেকে যে-কোনো চারটি এবং (ব) অংশ থেকে যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]			

<p>١٠- عرف الراوى واذكر شروط قبوله - ثم بين مراتب الجرح والتعديل - [الراوى-الراوى] - [الراوى-الراوى] - [الراوى-الراوى]</p>	٩٩%
<p>١١- عرف المصطلحات الاتية : السند- المعلق- المعرض- العزيز- الغريب - [السند- المعلق- المعرض- العزيز- الغريب :]</p>	٩٩%
<p>مجموعة (ب)</p> <p>الدرجات - $٤ \times ٥ = ٢٠$</p>	
<p>١٢- عرف الاسناد - ثم تحدث عن اهميته فى علم الحديث موجزا - [الاسناد- الاسناد]</p>	٩٩%
<p>١٣- عرف المصطلحات الاتية : المحدث، الحافظ، الحجة، الحكم - [الحكم- الحجة- الحافظ- المحدث :]</p>	٩٩%
<p>١٤- عرف الراوى - ثم بين مراتب الجرح والتعديل - [الراوى-الراوى]</p>	٩٩%
<p>١٥- تحدث عن ادب الرواية - [روايات وآداب]</p>	٩٩%
<p>١٦- بين حكم روایة الحديث الضعیف والعمل به - [روايات وآداب]</p>	٩٩%
<p>١٧- تحدث عن ادب المحدث - [روايات وآداب]</p>	٩٩%
<p>١٨- اذکر خمسة من اسماء المکثرين فی روایة الحديث من الصحابة رضی الله عنهم مع ذکر عدد روایتهم - [روايات وآداب]</p>	٩٩%
<p>١٩- ما المتابع والشاهد؟ بين مع الفرق بينهما - [روايات وآداب]</p>	٩٩%
<p>٢٠- عرف الحديث المرسل لغة واصطلاحا - [روايات وآداب]</p>	٩٩%
<p>٢١- اكتب اسماء خمسة أشهر المصنفات فی علم مصطلح الحديث - [روايات وآداب]</p>	٩٩%
<p>٢٢- عرف الحديث المتواتر - ثم بين شروطه - [روايات وآداب]</p>	٩٩%
<p>٢٣- تحدث عن أسباب الطعن فی العدالة والضبط - [روايات وآداب]</p>	٩٩%

Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ মুসতালাহুল হাদীস

← Solution to Exclusive Suggestions →

الملاحظة: أجب عن أربعة من مجموعة (الف) وعن أربعة من مجموعة (ب).

[دسترك: اংশ থেকে যে-কোনো চারটি এবং অংশ থেকে যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

مجموعة (الف)

$$\text{الدرجات} = ٤ \times ١٥ = ٦٠$$

السؤال (١) : مَا الْمُرَادُ بِعِلْمٍ مُصْنَطَلِحِ الْحَدِيثِ؟ تَحَدَّثُ عَنْ غَرَبِهِ وَمَوْضُوعِهِ مَعَ ذِكْرِ أَشْهَرِ الْمُصَنَّفَاتِ فِيهِ.

■ پ্রশ্ন: ১ : ১ || প্রশ্নে হাদীসের সনদ ও মতনের যেসব বিষয় খুবই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার দাবি রাখে, সেসব বিষয় জানার জন্য সম্পর্কে জানা একান্ত অপরিহার্য। অন্যথা হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে না।

উত্তর || উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর মুখনিঃসৃত অমীয় বাণীই হচ্ছে হাদীস। এটা ইসলামী শরীয়তের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস। এ হাদীস গ্রহণ কিংবা বর্জন প্রশ্নে হাদীসের সনদ ও মতনের যেসব বিষয় খুবই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার দাবি রাখে, সেসব বিষয় জানার জন্য সম্পর্কে জানা একান্ত অপরিহার্য। অন্যথা হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে না।

ক. تَعْرِيفُ عِلْمٍ مُصْنَطَلِحِ الْحَدِيثِ :

-এর পরিচয় : -عِلْمٍ مُصْنَطَلِحِ الْحَدِيثِ - তিনটি শব্দযোগে -عِلْمٌ মুকুট বা যৌগিক শব্দ। একটি হলো , আরেকটি হলো আর শেষেরটি হলো ; নিম্নে শব্দ তিনটির আলাদাভাবে আভিধানিক অর্থ তুলে ধরা হলো ।

ক. এর আভিধানিক অর্থ : -عِلْمٌ -এর মাসদার। শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো ; এর আভিধানিক অর্থ হলো- জানা, বোঝা, নাগাল পাওয়া, হৃদয়ঙ্গম করা, বিশ্বাস করা, কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা। ইংরেজি অভিধানে শব্দটির অর্থ হচ্ছে- Science, Knowledge, Learning, Lore ইত্যাদি। শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদ ও হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন-

١- هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ- (آل‌آية)

٢- إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَإِنْظُرُوهُمْ عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِيْنَكُمْ- (الْحَدِيثُ)

খ. -এর আভিধানিক অর্থ : -عِلْمٍ مُصْنَطَلِحِ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরিভাষা, প্রচলন, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে একদল লোকের একমত্য পোষণ করা, কোনো সম্প্রদায়ের একটি দল কোনো বস্তু বা বাক্য তৈরির ব্যাপারে একমত হওয়া।

সুতরাং -এর অর্থ হচ্ছে- একমত্য পোষণকৃত বিষয় বা পরিভাষা।

গ. -এর আভিধানিক অর্থ : -الْحَدِيثُ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- কথা, বাণী, উপদেশ, কাহিনী, ঘটনা, সংবাদ, নতুন, উপদেশ, বক্তব্য, আধুনিক ও সাম্প্রতিক।

হ. -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : -عِلْمٍ مُصْنَطَلِحِ الْحَدِيثِ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় একাধিক অভিমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন-

১. তাইসীর মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- حَيْثُ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ - অর্থাৎ, মুসতালাহুল হাদীস এমন কতিপয় নিয়ম-পদ্ধতির জ্ঞানকে বলা হয়, যা দ্বারা হাদীসকে গ্রহণ ও বর্জনের বিষয়ে হাদীসের সনদ ও মতনের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

২. শায়খ ইয়ুনুদীন ইবনে জামায়াহ (র) বলেন- حَيْثُ الْسَّنَدِ وَالْمَتْنِ - অর্থাৎ, মুসতালাহুল হাদীস এমন কতগুলো নিয়ম-পদ্ধতির জ্ঞানকে বলা হয় যার দ্বারা হাদীসের সনদ ও মতনের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়।

৩. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- حَيْثُ الرَّاوِيُّ وَالْمَرْوِيُّ - অর্থাৎ, মুসতালাহুল হাদীস হচ্ছে এমন কতিপয় নিয়মাবলি জানার নাম, যা হাদীসের বর্ণনাকারী ও বর্ণিত হাদীসের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে।

৪. নুখাতুল ফিকার গ্রন্থকার বলেন- حَيْثُ صِفَاتِ الرِّجَالِ وَصِيَغَ الْأَدَاءِ - অর্থাৎ, মুসতালাহুল হাদীস এমন কতিপয় নিয়মাবলি জানার নাম, যা হাদীসের বর্ণনাকারী ও বর্ণিত হাদীসের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে।

৫. আল্লামা তাহের জায়ায়েরী দামেশকী (র) বলেন- حَيْثُ الصِّفَاتُ الْمُرْتَبَةُ وَالْمَرْتَبَةُ - অর্থাৎ, মুসতালাহুল হাদীস এমন কতিপয় নিয়মাবলি জানার নাম, যা হাদীসের বর্ণনাকারী ও বর্ণিত হাদীসের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে।

৬. হায়াতুল মুসান্নিফীন গ্রন্থে বলা হয়েছে- حَيْثُ الصِّفَاتُ الْمُرْتَبَةُ وَالْمَرْتَبَةُ - অর্থাৎ, মুসতালাহুল হাদীস এমন কতিপয় নিয়মাবলি জানার নাম, যা হাদীসের বর্ণনাকারী ও বর্ণিত হাদীসের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে।

৭. শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (র)-এর মতে-

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ (ص) وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ مِنْ حَيْثُ كَيْفِيَّةِ السَّنَدِ اتِّصَالًا وَانْقِطَاعًا وَغَيْرِ ذَلِكَ.

৮. শায়খুল হাদীস আল্লামা আয়ীযুল হক (র) বলেছেন-
هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ

၅: غَرَضُ مُصْطَلِحِ الْحَدِيثِ

-مُصْطَلِحُ الْحَدِيثِ- এর উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্যবিহীন সব কাজই ব্যর্থ। কাজেই এর উদ্দেশ্য হলো-

১. আল্লামা ইয়েন্দীন (র)-এর মতে অর্থাৎ, মুসতালাহুল হাদীস-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, গায়রে সহীহ তথা অশুল্দ হাদীস থেকে সহীহ তথা শুল্দ হাদীস সম্পর্কে অবগতি লাভ করা।
২. আল্লামা কিরমানী (র)-এর মতে- অর্থাৎ, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইহ ও পরকালে সাফল্য অর্জন করা।
৩. আবার কেউ বলেছেন, মুসতালাহুল হাদীসের লক্ষ্য দুটি। যথা-
 - ক. সহীহ হাদীসকে যয়ীফ হাদীস থেকে পৃথক করা। খ. হাদীসের পারস্পরিক স্তর জানা।

၆: مَوْضُوعُ مُصْطَلِحِ الْحَدِيثِ

-مُصْطَلِحُ الْحَدِيثِ- এর আলোচ্য বিষয় : ইলমু মুসতালাহুল হাদীসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে-

১. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- অর্থাৎ, মুসতালাহুল হাদীসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, গ্রহণ এবং বর্জনের দিক থেকে হাদীসের সনদ ও মতন নিয়ে আলোচনা করা।
 ২. ইবনে জামায়াহ (র) বলেন- অর্থাৎ, হাদীসের সনদ ও মতনই হচ্ছে মুসতালাহুল হাদীসের আলোচ্য বিষয়।
 ৩. আল্লামা তাকী ওসমানী (দা.বা.) বলেন, মুসতালাহুল হাদীসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, রেওয়ায়াত ও দেরায়াত।
- মোটকথা, -এর আলোচ্য বিষয় দুটি। যথা- ১. হাদীসের সনদ, ২. হাদীসের মতন।

၇: أَشْهُرُ الْمُصَنَّفَاتِ فِي مُصْطَلِحِ الْحَدِيثِ

-مُصْطَلِحُ الْحَدِيثِ- এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি : হাদীস বিশারদগণ মুসতালাহিল হাদীস বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিচে তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কতিপয় গ্রন্থের নাম ও পরিচয় তুলে ধরা হলো-

১. أَلْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاوِيِّ وَالْوَاعِيِّ : এ গ্রন্থটিই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম রচনা। এর রচয়িতা হলেন কায়ী আবু মুহাম্মদ আল হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খাল্লাদ আর রামহরমুয়ী। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর চতুর্থ কিংবা পঞ্চম দশকে এ গ্রন্থটি রচিত হয়। এ মহান ব্যক্তি ৩৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
২. مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْحَدِيثِ : পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল হাকেম নিসাপুরী। এ গ্রন্থটিতে তিনি ৪০৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
৩. أَلْمُسْتَخْرِجُ عَلَى مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ : এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন আবু নুয়াইম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল ইস্পাহানী। তিনি হাকেমের রচিত হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর যেসব নিয়মনীতি অনুপস্থিত ছিল ঐগুলোও তদীয় অস্তিত্বে প্রাপ্ত হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
৪. أَلْكِفَايَةُ فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ : এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন খ্যাতিমান মনীষী আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আল খতীবুল বাগদাদী। এ গ্রন্থটি পঞ্চম শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে রচিত এ গ্রন্থটিরও রচয়িতা হলেন আল খতীবুল বাগদাদী আবু বকর আহমদ ইবনে আলী (র)। এ গ্রন্থটি হাদীস বর্ণনার রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচিত একটি অনন্য গ্রন্থ। উসূলুল হাদীসের অন্তর্নিহিত সূচিসমূহের আলোচনায় এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ।
৫. أَلْجَامِعُ لِأَخْلَاقِ الرَّاوِيِّ وَأَدَابِ السَّامِعِ : হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে রচিত এ গ্রন্থটিরও রচয়িতা হলেন আল খতীবুল বাগদাদী আবু বকর আহমদ ইবনে আলী (র)। এ গ্রন্থটি হাদীস বর্ণনার রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচিত একটি অনন্য গ্রন্থ। উসূলুল হাদীসের অন্তর্নিহিত সূচিসমূহের আলোচনায় এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ।
৬. أَلْإِلْمَاعُ إِلَى مَعْرِفَةِ أَصْوْلِ الرِّوَايَةِ وَتَقْبِيْدِ السَّمَاعِ : হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দশকে রচিত এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন কায়ী মায়ায ইবনে মুসা আল ইয়াহসূফী (র)। এ গ্রন্থটি হাদীস বহন করা ও বর্ণনা করার রীতিনীতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির আলোচনায় সম্মুদ্দেশ্য একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তিনি ৫৪৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
৭. مَا لَا يَسْعُ الْمُحَدِّثُ جَهْلَهُ : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এটি অবিস্মরণীয় কতগুলো রীতিনীতি সংবলিত একটি গ্রন্থ। ষষ্ঠ হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রণীত এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন আবু হাফস আমর ইবনে আবদুল মাজীদ মিয়াজী। তিনি ৫৮০ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।
৮. عُلُومُ الْحَدِيثِ : হিজরী সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দশকে প্রণীত এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন ইবনুস সালাহ নামে খ্যাত আবু আমর ওসমান ইবনে আবদুর রহমান। এটি মুহাদ্দিসগণের কাছে মুক্ত নামে খ্যাত। এ গ্রন্থটি খতীব বাগদাদী (র)-এর সম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এতে অনেক উপাদেয় বিষয়াদি সন্নিবেশিত হয়েছে।
৯. أَلْتَقْرِيبُ وَالْتَّيْسِيرُ لِمَعْرِفَةِ سُنْنِ الْبَشِيرِ التَّذِيرِ : হিজরী সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত এ গ্রন্থটি ইবনুস সালাহ প্রণীত গ্রন্থ। এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংক্ষরণ। এটি একটি চমৎকার কিতাব; তবে মাঝে মধ্যে কোনো কোনো উক্তি দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। এর রচয়িতা হলেন মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আন নবুবী। তিনি ৬৭৬ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

গ. উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী- **إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْتَرَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ** উক্ত হাদীসের রাবী প্রত্যেক স্তরে দুয়ের অধিক।

ঘ. এর হৃকুম :

১. তথা **عِلْمُ الطَّمَائِنَةِ** দ্বারা খবর মশহুর।
২. এ হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর জিয়াদা করা বৈধ।
৩. এর অঙ্গীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না।
৪. তবে অঙ্গীকারকারীকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে।

২. **عَزِيز**-এর পরিচয় :

ক. আভিধানিক অর্থ : **عَزِيزٌ** শব্দটি **عَزِيزٌ**-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ-

১. মযবুত বা শক্তিশালী। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- **هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**
২. দুর্লভ বা কম। কেননা হাদীসে আযীয সংখ্যায় কম।
৩. বিজয়ী হওয়া বা প্রাধান্য লাভ করা।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. ড. মাহমুদ আত তহান বলেন- **هُوَ أَنْ لَا يَقِلُّ رُوَاْتُهُ عَنْ إِثْنَيْنِ فِي جَمِيعِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ** অবাদ হাদীস, যার রাবীর সংখ্যা কোনো স্তরে দুয়ের কম হয়নি।
২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- **أَلْعَزِيزُ هُوَ أَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقْلُ مِنْ إِثْنَيْنِ عَنْ إِثْنَيْنِ** এই হাদীসকে বলা হয় যা কোনো স্তরেই দু'জন বর্ণনাকারীর কম বর্ণনা করেননি।

গ. উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী- **إِنَّمَا أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ**- অত্র হাদীসটি হয়ে আবু হোরায়রা ও আনাস (রা) থেকে দু'জন করে রাবী বর্ণনা করেছেন।

ঘ. এর হৃকুম :

১. তথা ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হয়।
২. এর ওপর আমল করা ওয়াজিব।
৩. অঙ্গীকারকারী কাফের হবে না।
৪. এর দ্বারা কুরআনের ওপর জিয়াদা কিংবা কুরআনকে রহিত করা যাবে না।

৩. **غَرِيب**-এর পরিচয় :

ক. আভিধানিক অর্থ : **غَرِيبٌ** শব্দটি **غَرِيبٌ**-এর সীগাহ। আভিধানিক অর্থ- ১. তথা একাকী, ২. অপরিচিত, ৩. দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মীয়ানুল আখবার প্রণেতা বলেন- **فَإِنَّا انْفَرَدَ الرَّاوِي بِالْحَدِيثِ فَهُوَ غَرِيبٌ** অবাদ, যখন কোনো হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হয়, তখন তাকে হাদীস গ্রন্থ বলে।
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- **شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ** এই হাদীসকে বলে যে হাদীসের বর্ণনাকারী যে কোনো স্থানে শুধু একজন হয়ে থাকে।

গ. উদাহরণ : যেমন হাদীস এসেছে- **إِنَّهُ (ص) نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ**

উক্ত হাদীসটি শুধু আবদুল্লাহ ইবনে দীনার হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

ঘ. হৃকুম হাদীস অন্য সহীহ হাদীসের বিরোধী না হলে এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। অন্যথা পরিত্যাজ্য হবে।

উপসংহার : হাদীসের বিভিন্ন পরিভাষার মধ্যে খবরে আহাদ অন্যতম। বিশুদ্ধতার বিবেচনায় খবরে আহাদ গ্রহণীয়। তবে গরীব হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ কতিপয় শর্ত আরোপ করেছেন। সহীহ হাদীস মোতাবেকই আমল কর্তব্য।

■ **السُّؤالُ (৩) : مَا الْحَدِيثُ الْمُتَوَاتِرُ؟ بَيْنِ شُرُوطِهِ وَأَقْسَامِهِ وَحُكْمَهُ مُوضَّحًا**

■ **প্রশ্ন :** ৩ || **আল্হাদিস মুতোতির কী? এর শর্তাবলি, প্রকারসমূহ ও হৃকুম বিশদভাবে বর্ণনা কর।**

উত্তর || **উপস্থাপনা** : হিসেবে যে সকল হাদীস এসেছে তন্মধ্যে হাদীসে মুতাওয়াতির সর্বশ্রেষ্ঠ। রাবীর আধিক্যের কারণে এ হাদীসকে মিথ্যা বলার কোনো অবকাশ নেই। এ হাদীস অঙ্গীকারকারী কাফের হবে। প্রশ্নালোকে এ হাদীসের পরিচয়, হৃকুম, শর্ত ও প্রকারভেদ আলোচনার প্রয়াস পাব।

৫. **تَعْرِيفُ الْحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ :**

ঘ. এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : **مُتَوَاتِر**-এর শব্দটি বাবে থেকে ত্বাউল প্রাইল এস্ম ফাইল-এর সীগাহ, এটা মাসদার থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ-

১. তথা ধারাবাহিকতা। যেমন বিরামহীন বৃষ্টির ক্ষেত্রে বলা হয়- **تَوَاتَرَ الْمَطَرُ**

২. তথা একের পর এক আসা। যেমন বলা হয়- **تَوَاتَرَ الْأَشْيَاءُ**

৩. তথা একের পর এক অনুগামী হওয়া। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- **تَمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَنْزِلًا**

৪. আনুক্রমিক। ৫. পারস্পরিক সনদ সুদৃঢ়।

٥: تَعْرِيفُ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ :

-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো; ضُعَفَاءُ আভিধানিক অর্থ- ১. দুর্বল, ২. শক্তিহীন, ৩. জীর্ণশীর্ণ ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসুলে হাদীসের পরিভাষায়-**الصَّحِيحُ وَالْحَسَنُ** - অর্থাৎ, যে হাদীসের মধ্যে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তাবলি পাওয়া যায় না, তাকে প্রাপ্তি হাদীস বলে।

২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন-**الْحَسَنُ وَالصَّحِيحُ** -
هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةُ الْحَسَنِ وَالصَّحِيحِ

٦: شُرُوطُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ :

সহীহ হাদীসের শর্তাবলি : হাদীস সহীহ তথা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। যথা-

১. **إِتْسَابُ السَّنَدِ** - তথা সনদ মুত্তাসিল হওয়া। এর অর্থ হচ্ছে, সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো স্তরে বর্ণনাকারীর প্রতিক্রিয়া না হওয়া। অর্থাৎ সকল স্তরে বর্ণনাকারী থাকা।

২. **ضَبْطُ الرُّوَاةِ** - তথা বর্ণনাকারীগণের পূর্ণ আয়ত্তশক্তি থাকা। চাই তা বক্ষে ধারণ করে হোক কিংবা খাতার পৃষ্ঠায় লিখে রেখে হোক।

৩. **عَدَالَةُ الرُّوَاةِ** - তথা বর্ণনাকারীগণের ন্যায়পরায়ণতা থাকা। এর অর্থ হচ্ছে, বর্ণনাকারীগণের মধ্যে এমন যোগ্যতা থাকা, যা তাঁদেরকে তাকওয়া অর্জন এবং ভদ্রতা ও ব্যক্তিগত অনুসরণে অনুপ্রাণিত করে।

৪. **عَدَمُ الشُّذُوذِ** - তথা হাদীসের সনদটি শাড় না হওয়া। আর শাড় হলো ঐ হাদীস, যার মধ্যে নির্ভরযোগ্য রাবী তার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধিতা করে।

৫. **عَدَمُ الْعِلَّةِ** - তথা হাদীসের সনদে কোনো ইল্লত বা দোষক্রটি না থাকা। এর অর্থ হচ্ছে, হাদীসটি এমন না হওয়া যার সনদের মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম দোষক্রটি লুকায়িত থাকে।

সুতরাং হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য উল্লিখিত পাঁচটি শর্তের মধ্যে যদি কোনো একটি শর্ত বাদ পড়ে যায়, তাহলে তাকে সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য করা হবে না।

উপসংহার : মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কিন্তু শুধু বিশুদ্ধ হাদীসের ওপরই আমল করা যাবে। তাই এ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করা আবশ্যিক।

■ **الْسُّؤَالُ (٥) : مَاذَا تَفْهَمُ بِالْخَبَرِ الْمَرْدُودِ بِسَبَبِ طَعْنٍ فِي الرَّاوِي؟ وَمَا أَسْبَابُ الطَّعْنِ فِي الرَّاوِي؟ بَيْنِ مُفَصَّلًا .**

■ **প্রশ্ন : ৫ ||** বর্ণনাকারীর ক্রটির কারণে অগ্রহণযোগ্য হাদীস বলতে কী বুঝা? বর্ণনাকারীর ক্রটিসমূহ কী কী? বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মুহাদ্দিসগণ বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার বিবেচনায় হাদীসকে কয়েকভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিবেচনায় হাদীসকে কয়েকভাগে ভাগ করেছেন। নিম্নে মর্দু হাদীসের সংজ্ঞা ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

٧: تَعْرِيفُ الْخَبَرِ الْمَرْدُودِ :

-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : শব্দটি বাবে মাসদার থেকে প্রাপ্ত অর্দু-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- ১. প্রত্যাখ্যাত, ২. পরিত্যক্ত, ৩. পরিত্যাজ্য, ৪. Rejected ইত্যাদি। সুতরাং-**الْحَدِيثُ الْمَرْدُودُ** হাদীস বা অগ্রহণযোগ্য হাদীস।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. যদি কোনো বিদ্যাতি হাদীস বর্ণনা করে থাকে তবে তার হাদীসকে শাড় বলা হয়।

২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন-**صِدْقُ الْمُخْبِرِ** -
هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ الْمُخْبِرِ

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন-**صِدْقُ الْمُخْبِرِ** -
وَهُوَ الْضَّعِيفُ -
অর্থাৎ হাদীস খবরে ওয়াহেদের কতিপয় হাদীস। এটা এমন হাদীসকে বলে, যার বহনকারী সংবাদদাতার সত্যবাদিতা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত নয়।

৪. **خَبْرُ الْوَاحِدِ**, অর্থাৎ এর অর্থ-**مَرْدُودُ الْأَحَادِ** -
فَهُوَ ضَعِيفٌ مَّا لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ شُرُوطُ الصَّحَّةِ وَالْحَسَنِ -
মধ্যে হাদীসকে গুণাবলি ও শর্তাবলি উপস্থিত থাকবে না।

৫. **الشَّادُّ** -
مَا رُوِيَ مُخَالِفًا مِمَّا رَوَاهُ الثَّقَاتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُوَاةً -
অর্থাৎ হাদীসবেতো শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন-
অর্থাৎ, যে হাদীস বিশ্বস্ত রাবীগণের বর্ণনার বিপরীত বর্ণিত হয়, তাকে শাড় হাদীস বলে। এ শাড় হাদীসের রাবীগণ যদি বিশ্বস্ত না হয় তবে তার হাদীসকে শাড় বলা হয়।

মোটকথা, বিরল হাদীসটিই নামে আখ্যায়িত হয় যার রাবীরা অবিশ্বস্ত হয়।

٨: أَسْبَابُ الطَّعْنِ فِي الرَّاوِي :

-এর কারণসমূহ : তথা বর্ণনাকারীর মধ্যে অভিযোগের কিংবা বর্ণনাকারী অভিযুক্ত হওয়ার মোট দশটি কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে পাঁচটি হচ্ছে বর্ণনাকারীর প্রতি অভিযোগ সম্পর্কিত আর পাঁচটি হচ্ছে বর্ণনাকারীর প্রতি অভিযোগ সম্পর্কিত। নিম্নে আলাদাভাবে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো।

বর্ণনাকারীর عَدَائِ-এর প্রতি অভিযোগ সম্পর্কিত কারণসমূহ : বর্ণনাকারীর عَدَائِ তথা ন্যায়পরায়ণতার প্রতি অভিযোগ সম্পর্কিত কারণ হচ্ছে পাঁচটি। যথা-

১. تَخْلِيقُ الْرَّاوِي : তথা বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী হওয়া : كِذْبُ الرَّاوِي হলো, হাদীসে নববীর ক্ষেত্রে স্বয়ং বর্ণনাকারীর মিথ্যার সাথে সম্পৃক্ত থাকার স্বীকারোক্তি বা অন্য কোনো উপায়ে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়া।

২. تَخْلِيقُ إِنْهَامٍ بِالْكِذْبِ : তথা মিথ্যায় অভিযুক্ত হওয়া : হাদীসের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী না হলেও সাধারণভাবে মানুষের মাঝে বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত হওয়া। এ ধরনের বর্ণনাকারীর হাদীসকে مَتْرُوك বলে।

৩. تَخْلِيقُ فِسْقٌ الرَّاوِي : তথা বর্ণনাকারী ফাসেক হওয়া : বর্ণনাকারীর কাজকর্মে ফাসেকি থাকা। তবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী কবীরা গুনাহকে কবীরা-ই মনে করে।

৪. تَخْلِيقُ جَهَالَةِ الرَّاوِي : তথা বর্ণনাকারী অজ্ঞাত হওয়া : বর্ণনাকারী ব্যক্তি হিসেবে অপরিচিত হওয়া কিন্তু গুণ ও বৈশিষ্ট্যে অপরিচিত না হওয়া।

৫. تَخْلِيقُ بِدْعَةِ الرَّاوِي : তথা বর্ণনাকারী বিদ্যাত কাজে লিঙ্গ হওয়া : বর্ণনাকারী যদি বিদ্যাত কাজে লিঙ্গ হয়, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে مَرْدُون বলা হয়।

বর্ণনাকারীর ضَبْط-এর প্রতি অভিযোগ সম্পর্কিত কারণসমূহ : বর্ণনাকারীর ضَبْط তথা সংরক্ষণশীলতার প্রতি অভিযোগ সম্পর্কিত কারণ হচ্ছে পাঁচটি। যথা-

১. تَخْلِيقُ فَرْطٍ غَفْلَةِ : তথা অধিক অমনোযোগিতা : হাদীস বর্ণনাকারীর মনোযোগ যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেওয়ায়াতের দিক থেকে অন্য দিকে থাকে, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া ঠিক থাকে না।

২. تَخْلِيقُ كَثْرَةِ غَلَطٍ : তথা অধিক মাত্রায় ভুল : বর্ণনাকারী যদি নিজের কারণে হাদীস বর্ণনায় অধিক পরিমাণে ভুল করেন।

৩. تَخْلِيقُ مُخَالَفَةِ تِقْيَةِ : তথা বিশুল্প ব্যক্তির বিরোধিতা : বর্ণনাকারী যদি বিশুল্প বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেন।

৪. تَخْلِيقُ وَهْمٍ : তথা ধারণা প্রসূত ভুল : বর্ণনাকারী যদি ধারণাপ্রসূত ভুল বর্ণনা করেন।

৫. تَخْلِيقُ سُوءِ حِفْظٍ : তথা স্মরণশক্তির ত্রুটি : বর্ণনাকারী যদি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে বা নির্ভুলের চেয়ে ভুলই বেশি বর্ণনা করে।

উল্লিখিত অভিযোগ সম্পর্কিত কারণসমূহের মধ্য থেকে বর্ণনাকারীর বিরুদ্ধে কি-কি-কি-এর অভিযোগ সম্পর্কিত হাদীসকে মুহাদিসগণের পরিভাষায়

হওয়ার অভিযোগ সম্পর্কিত হাদীসকে কি-কি-কি-কি-হাদিস হওয়া হয়। আর অপবাদ সম্পর্কিত হাদীসকে حَدِيثٌ مَتْرُوك বলা হয়। হাদীসের বর্ণনাকারীর বিরুদ্ধে ফাসেক

হওয়ার অভিযোগ সম্পর্কিত হাদীসকে حَدِيثٌ مُنْكَر বলে। আর বর্ণনাকারীর বিভাসির অভিযোগ সম্পর্কিত হাদীসকে حَدِيثٌ مَعَلٌ বলে।

বিশুল্প-এর অভিযোগ সম্পর্কিত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসকে ক্ষেত্রভেদে مُخْلُوب, مُضْطَرَب, مُقْلُوب, مُخْلَفَةِ التَّقْيَةِ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

আর অভিযোগ সম্পর্কিত হাদীসকে حَدِيثٌ مَجْهُول বলা হয়। সর্বশেষে بِدْعَة-এর অভিযোগ সম্পর্কিত বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসকে حَدِيثٌ المُبْتَدِع বলা হয়। মুহাদিসগণের একমতে প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য।

উপসংহার : ইসলামী আইনের অন্যতম ভিত্তি হলো হাদীস। এর গ্রহণযোগ্যতার জন্য হাদীস হতে হবে নির্দিষ্ট নিয়মনীতির আওতাধীন এবং বর্ণনাকারীকে হতে হবে বিশুল্প। তাই নানা সূত্রের প্রেক্ষিতে বক্তব্য তৈরি করতে থাকেন। এগুলো জাল হাদীস নামে পরিচিত। মুহাদিসগণ জাল হাদীসের অঙ্গ থাবা থেকে হাদীসের বিশুল্পতা রক্ষায় বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি গ্রহণ করেন। নিম্নে এতদসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো।

■ السُّؤَالُ (٦) : عَرِفِ الْحَدِيثَ الْمَوْضُوعَ - ثُمَّ بَيِّنْ حُكْمَهُ وَأَسْبَابَ وَضْعِ الْحَدِيثِ مُؤَضِّحًا - ■

■ প্রশ্ন : ৬ || অ-الْحَدِيثُ الْمَوْضُوعُ - এর সংজ্ঞা দাও। এর বিধান ও হাদীস জালিয়াতির কারণসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : হাদীসের বিশাল গুরুত্বের কারণে রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতিপয় ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নামে ইসলামবিরোধী বা স্বীয় স্বার্থসমর্থিত বক্তব্য তৈরি করতে থাকেন। এগুলো জাল হাদীস নামে পরিচিত। মুহাদিসগণ জাল হাদীসের অঙ্গ থাবা থেকে হাদীসের বিশুল্পতা রক্ষায় বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি গ্রহণ করেন। নিম্নে এতদসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো।

১. تَعْرِيفُ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ :

অ-الْحَدِيثُ الْمَوْضُوعُ - এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ - এর সীগাহ। এর অর্থ-

১. تَخْلِيقُ أَلْفَتِرَاءِ : তথা অপবাদ দেয়া।

২. وَضْعُ الْجِنَائِيَةِ عَنْهُ : তথা দূর করা। যেমন বলা হয় -

৩. مَتْرُوكٌ فِي الْمَرْغِيِّ : অর্থাৎ অর্থে মুসুর মুসুর হিসেবে দেয়া। এর থেকে অর্থে মুসুর মুসুর হিসেবে দেয়া।

৪. وَضَعَ فُلَانٌ هَذِهِ الْقِصَّةُ : তথা বানিয়ে কথা বলা। যেমন বলা হয় -

৫. وَضَعَ الْقَوْلَ فِي هَذَا الْبَابِ : মিথ্যা কথা রচনা করা। যেমন -

৬. প্রবর্তিত :

৭. জালকৃত :

۱-قَدْسِيٌّ-এর আভিধানিক অর্থ- শব্দের অর্থ- পৃতপবিত্র মহামহিম সন্তার সাথে সম্মত্যুক্ত। এটি মহান প্রভুর সুন্দরতম নাম **الْقُدُّوسُ** থেকে গৃহীত। **الْحَدِيثُ الْقَدْسِيٌّ**-এর পরিভাষায় সংজ্ঞা : মুজামু লুগাতিল ফোকাহা প্রণেতা বলেন, হাদীসে কুদসী হলো যা রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ হতে অবহিত হয়ে বর্ণনা করে থাকেন। যার ভাবার্থ আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহাম বা নির্দার মাধ্যমে নবী করীম (স)-কে জানিয়ে দেয়া হয়, আর রাসূল (স) স্বীয় বাক্যে তার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন।

মোটকথা, যে হাদীসের ভাব, অর্থ ও কথা আল্লাহর; কিন্তু শব্দ ও ভাষা রাসূল (স)-এর, তাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।

۲- تَعْرِيفُ الْمَرْفُوعِ :

মَرْفُوع-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : **إِسْمَ مَفْعُولٍ رَفِيعٌ** শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদে পাওয়া যায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- **وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ** শব্দের অর্থ হচ্ছে উন্নত।

পরিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীয়ানুল আখবার গ্রন্থকার বলেন- **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ রাসূল (স) পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে মর্ফুও হাদীস বলে।

২. কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন- **رَسُولُ اللَّهِ (ص)** অর্থাৎ, যে সকল হাদীসের বর্ণনাসূত্র রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌছেছে এবং যার মাধ্যমে নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ ও কোনো বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়, তাকে হাদীত মর্ফুও বলা হয়।

৩. কেউ কেউ বলেন, যে হাদীসের সনদ রাসূল (স) পর্যন্ত পৌছেছে এবং কিতাব সংকলন পর্যন্ত কোনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে হাদীত মর্ফুও বলে।

۳- تَعْرِيفُ الْغَرِيبِ :

গ্রীব-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : **مُنْفَرِدٌ**-এর সীগাহ। এর অর্থ- তথা একাকী, অপরিচিত, দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি।

পরিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীয়ানুল আখবার প্রণেতা বলেন- **فَإِنَّا انْفَرَدَ الرَّاوِي بِالْحَدِيثِ فَهُوَ غَرِيبٌ** অর্থাৎ, যখন কোনো হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হয় তাকে গরীব হাদীস বলে।

২. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- **شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ** অর্থাৎ, এই হাদীসকে বলে, যে হাদীসের বর্ণনাকারী যে কোনো স্থানে শুধু একজন থাকে।

উপসংহার : শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো আল হাদীস। আর একমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসই শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণীয়। এক্ষেত্রে হাদীস যদি যাচাইবাছাইতে নিখুঁত প্রমাণিত হয়, তাহলে তা অবশ্যই পালনীয়।

■ **الْسُّؤَالُ (৮) : عَرَفْ عِلْمَ مُصْطَلِحِ الْحَدِيثِ مُتَحَدِّثًا عَنْ مَوْضُوعِهِ وَغَرَبِهِ وَنَشَأَتِهِ وَتَطَوْرِهِ .**

■ **প্রশ্ন : ৮ ||**-এর সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও ত্রুটিকারণ আলোচনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর মুখনিঃস্ত বাণীই হচ্ছে হাদীস। এটি ইসলামী শরীয়তের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস। এ হাদীস গ্রহণ কিংবা বর্জন প্রশ্নে হাদীসের সনদ ও মতনের যেসব বিষয় খুবই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার দাবি রাখে, সেসব বিষয় জানার জন্য সম্পর্কে জানা একান্ত অপরিহার্য। অন্যথা হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয় না। নিম্নে প্রশ্নালোকে **عِلْمُ مُصْطَلِحِ الْحَدِيثِ**-এর সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য এবং এর উৎপত্তি ও ত্রুটিকারণের সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী পেশ করা হলো।

৪- تَعْرِيفُ عِلْمِ مُصْطَلِحِ الْحَدِيثِ :

عِلْمُ مُصْطَلِحِ الْحَدِيث-এর পরিচয় : তিনটি শব্দযোগে **مُرْكَب** বা যৌগিক শব্দ। একটি হলো **عِلْم**, আরেকটি হলো **عِلْمُ مُصْطَلِحِ الْحَدِيث** আর শেষেরটি হলো **عِلْم**; নিম্নে শব্দ তিনটির আলাদাভাবে আভিধানিক অর্থ তুলে ধরা হলো।

ক. এর আভিধানিক অর্থ : **عِلْم** শব্দটি বাবে প্রযোজ্য-এর মাসদার। শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো; **عِلْم** এর আভিধানিক অর্থ হলো- জানা, বোঝা, নাগাল পাওয়া, হৃদয়ঙ্গম করা, বিশ্বাস করা, কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা। ইংরেজি অভিধানে শব্দটির অর্থ হচ্ছে- Science, Knowledge, Learning, Lore ইত্যাদি। শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদ ও হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন-

- ۱- هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - (آلية)
- ۲- إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوهُ عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ - (الْحَدِيثُ)

খ. এর আভিধানিক অর্থ : শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরিভাষা, প্রচলন, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে একদল লোকের ঐক্যত্ব পোষণ করা, কোনো সম্প্রদায়ের একটি দল কোনো বস্তু বা বাক্য তৈরির ব্যাপারে একমত হওয়া।

সুতরাং **مُصْطَلِح**-এর অর্থ হচ্ছে- ঐক্যত্ব পোষণকৃত বিষয় বা পরিভাষা।

গ. এর আভিধানিক অর্থ : **حَدِيث** শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- কথা, বাণী, উপদেশ, কাহিনী, ঘটনা, সংবাদ, নতুন, উপদেশ, বক্তব্য, আধুনিক ও সাম্প্রতিক।

১. হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে মুসতালাহুল হাদীসের সংকলন ও বিকাশ : হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নিরূপণ করে হাদীস সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা লাভ করার জন্য হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে তৎকালীন সময়ের প্রথ্যাত আলেম ও হাদীসবিশারদ কায়ী আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খালাদ আর রামাহরমুয়ি মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ে **الْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاوِيِّ وَالْوَاعِيِّ** নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নিসাপুরী বিষয়ের ধারাবাহিকতা ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়কে সংযোজন করে মَعْرِفَةُ عُلُومِ الْحَدِيثِ নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
২. হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে মুসতালাহুল হাদীসের বিকাশ : হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে আবু নুয়াইম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল আসবাহানী মুসতালাহুল হাদীসের বিষয়ে **الْمُسْتَخْرِجُ عَلَى مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ** নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার জবাব সংবলিত আবু বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত আল খতিব আল বাগদাদী (র) দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর একটি হচ্ছে- **الْكِفَايَةُ فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ** আর অপরটি হচ্ছে- **الْجَامِعُ لِأَخْلَاقِ الرَّاوِيِّ وَأَدَابِ السَّامِعِ**
৩. হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে মুসতালাহুল হাদীসের বিকাশ : কায়ী আয়ায ইবনে মুসা (র) হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আলেম ইবনুস সালাহ (র) নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এটিতে মুসতালাহুল হাদীসের সকল বিষয়কে শামিল করা হয়েছে। এটি ছিল সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।
৪. হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে মুসতালাহুল হাদীসের বিকাশ : এ শতাব্দীতে প্রথ্যাত হাদীসবিশারদ ইবনুস সালাহ (র) নামক মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ে একটি আধুনিক গ্রন্থ রচনা করেন। যা **الْتَّقْرِيبُ وَالْتَّسِيرُ لِمَعْرِفَةِ سُنَنِ الْبَشِيرِ وَالنَّذِيرِ** নামে প্রসিদ্ধ।
৫. হিজরী নবম শতাব্দীতে মুসতালাহুল হাদীসের বিকাশ : এ শতাব্দীতে আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র) নামক মুসতালাহুল হাদীসের ওপর আধুনিক আঙ্গিকে গ্রন্থ রচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) নামক উসূলে হাদীস বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এটি সংক্ষিপ্ত হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে স্থান পেয়েছে এবং গ্রন্থটি তারতীব অনুযায়ী লেখা হয়েছে।
৬. হিজরী একাদশ শতাব্দীতে মুসতালাহুল হাদীসের বিকাশ : হিজরী একাদশ শতাব্দীতে ওমর ইবনে মুহাম্মদ আল বায়কুনী (র) **الْمَنْظُومَةُ الْبَيْفُونِيَّةُ** নামক মুসতালাহুল হাদীসের ওপর একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যা খুবই উপকারী গ্রন্থ হিসেবে তৎকালীন সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।
৭. হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসতালাহুল হাদীসের বিকাশ : হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মুহাম্মদ জামালুদ্দীন কাসেমী (র) নামে মুসতালাহুল হাদীসের ওপর সর্বাধুনিক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস **عِلْمُ الْحَدِيثِ** সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করার জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে হলে **عِلْمُ مُصْطَلِحِ الْحَدِيثِ** সম্পর্কে জানতে হবে। এ সংক্রান্ত জ্ঞানই হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞানকে পরিপক্ষ, নিরেট ও নির্ভেজাল করে তুলবে।

الْسُّؤُالُ (৯) : مَا الْخَبْرُ الْمَرْدُودُ؟ تَحَدَّثُ عَنْ أَقْسَامِهِ مُفَصَّلًا.

■ প্রশ্ন : ৯ || **الْخَبْرُ الْمَرْدُودُ** কাকে বলে? এর প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর ১। উপস্থাপনা : মুহাদ্দিসগণ বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার বিবেচনায় হাদীসকে কয়েকভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিবেচনায় হাদীসও অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে হাদীসের সংজ্ঞা ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১. تَعْرِيفُ الْخَبَرِ الْمَرْدُودِ :

২. এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : **إِسْمٌ مَفْعُولٌ** শব্দটি বাবে **الْمَرْدُودُ**-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- ১. প্রত্যাখ্যাত, ২. পরিত্যক্ত, ৩. পরিত্যাজ্য, ৪. Rejected ইত্যাদি। সুতরাং হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে হলে **الْحَدِيثُ الْمَرْدُودُ** এর অর্থ- পরিত্যক্ত হাদীস বা অগ্রহণযোগ্য হাদীস।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. যদি কোনো বিদ্যাতি হাদীস বর্ণনা করে থাকে তবে তার হাদীসকে **الْحَدِيثُ الْمَرْدুৰُ** বলা হয়।

২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- **هُوَ الَّذِي لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ الْمُخْبِرِ**

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- **أَبْغَضُ الْأَحَادِيدَ مَرْدُودٌ وَهُوَ مَا لَمْ يُرَجَّحْ صِدْقُ الْمُخْبِرِ وَهُوَ الضَّعِيفُ** - অর্থাৎ হাদীস মুর্দুড় অভাব মুর্দুড় এবং হাদীসের ক্ষেত্রে ওয়াহেদের কতিপয় হাদীস। এটা এমন হাদীসকে বলে, যার বহনকারী সংবাদদাতার সত্যবাদিতা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত নয়।

৪. অন্যত্র তিনি বলেছেন- **خَبْرُ الْوَاحِدِ**, অর্থাৎ **أَمَّا مَرْدُودُ الْأَحَادِيدِ فَهُوَ ضَعِيفٌ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ** - এর অর্থ- একটি হাদীসকে বলে, এটা এমন হাদীস যার মধ্যে হাদীসের গুণাবলি ও শর্তাবলি উপস্থিত থাকবে না।

৫. প্রথ্যাত হাদীসবেত্তা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- **الشَّاذُ مَا رُوِيَ مُخَالِفًا مِمَّا رَوَاهُ التِّقَاتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُوَاتُهُ** - অর্থাৎ, যে হাদীস বিশুল্প রাবীগণের বর্ণনার বিপরীত বর্ণিত হয়, তাকে হাদীস বলে। এ হাদীসের রাবীগণ যদি বিশুল্প হয় তবে তার হাদীসকে **মَرْدُود** বলা হয়।

মোটকথা, বিরল হাদীসটিই নামে আখ্যায়িত হয় যার রাবীরা অবিশুল্প হয়।

٥- أَقْسَامُ الْمَرْدُودِ :

-এর প্রকারভেদ : সনদে প্রকাশ্যভাবে রাবী বাদ পড়ার দিক থেকে ৮ মর্দুদ প্রকার। যথা- ১. مُعَلَّقٌ ২. مُعْضَلٌ ৩. مُنْقَطِعٌ ৪. مُرْدُودٌ

নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. مُعَلَّقٌ -এর পরিচয় :

ক. আভিধানিক অর্থ : -وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ-এর সীগাহ। বাবে مَعْلُوقٌ শব্দটি থেকে মাসদার প্রকার। যথা- ১. مَعْلُوقٌ ২. مَعْصَلٌ ৩. مَنْقَطِعٌ ৪. مَرْدُودٌ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. ড. মাহমুদ আত তহহানের ভাষায়- رَأَى فَأَكْثَرُ عَلَى التَّوَالِيِّ অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদের প্রথম দিক হতে এক বা একাধিক রাবীকে পরপর বাদ দেয়া হয়, তাকে হাদীসে মুল্লা বলে।

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে-

إِنْ كَانَ الرَّاوِيُّ سَاقِطًا مِنْ بَيْنِ فَلَانْ كَانَ مِنْ مَبْدَا السَّنَدِ سَوَاءً كَانَ السَّاقِطُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ وَكَذَا إِذَا أُسْقِطَ جَمِيعُ رِجَالِهِ فَالْحَدِيثُ مُعَلَّقٌ.

গ. উদাহরণ : قَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِيُّ (ص) رُكْبَتِيهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانَ :

উক্ত হাদীসের সনদ থেকে সাহাবী আবু মুসা ছাড়া সকল রাবীকে করা হয়েছে বিধায় হাদীসটি অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. এর হুকুম অর্থ- مُعَلَّقٌ : হাদীস আমতাবে বা সাধারণত পরিত্যক্ত। তবে কতেক শর্তসাপেক্ষে গ্রহণীয়।

২. مُعْضَلٌ -এর পরিচয় :

ক. আভিধানিক অর্থ : -وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ-এর সীগাহ। মাসদার অর্থাৎ প্রথম মুস্তাল থেকে প্রত্যেক বাবে মুস্তাল প্রকার। যথা- ১. ل. জিনসে ; সঠিক অর্থ- ১. আটকিয়ে রাখা, ২. দুর্বল করে দেয়া, ৩. কষ্টকর হওয়া। যেমন বলা হয়- أَعْضَلٌ ৪. বিচ্যুত।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে- مَسَقَطٌ مِنْ إِسْنَادِهِ فَأَكْثَرُ عَلَى التَّوَالِيِّ অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুই বা ততোধিক রাবী বাদ পড়ে, সে হাদীসকে হাদীসে মুস্তাল বলে।

إِنْ كَانَ السُّقُوطُ بِرَاثَنِينِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِيِّ فَهُوَ الْمُعْضَلُ

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে-

গ. এর হুকুম : ১. হাদীস দুর্বল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। ২. এ হাদীস মুরসালের চেয়ে নিম্নলিখিত।

৩. مُنْقَطِعٌ -এর পরিচয় :

ক. আভিধানিক অর্থ : -وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ-এর সীগাহ। মাদ্দাহ জিনসে ; صَحِحٌ ৪. ط. অর্থাৎ প্রত্যেক বাবে মুস্তাল থেকে প্রত্যেক বাবে মুস্তাল প্রকার। এর আভিধানিক অর্থ- ১. কর্তৃত, ২. বিচ্ছিন্ন, ৩. পৃথক। এটা ইচ্ছাল।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের ভাষায়- إِذَا كَانَ الرَّاوِيُّ سَاقِطًا مِنْ غَيْرِ مَوْضَعٍ وَاجِدٌ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়ে যায়, তাকে হাদীসে মুস্তাল বলে।

مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادًا عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ إِنْقِطَاعًا

গ. এর হুকুম : হাদীস দুর্বল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

৪. مُرْسَلٌ -এর পরিচয় :

ক. আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক বাবে মুস্তাল প্রকার। যেমন বলা হয়- أَلْأَرْسَلَ مَدْعَوْا

১. تথ্য পরিত্যাগ করা। যেমন বলা হয়- أَرْسَلْتُ الطَّيْرَ بِيَدِيْ

২. তথ্য বিনা শর্তে ছেড়ে দেয়া। যেমন বলা হয়- أَرْسَلْتُ الْبَعِيرَ وَالْأَسِيرَ

৩. তথ্য আধিপত্য বা ক্ষমতা দেয়া। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- أَرْسَلْتُ الْكَافِرِينَ

تَوْزُّعُهُمْ أَرْ

৪. তথ্য প্রেরণ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- إنْ كَانَ السُّقُوطُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَدِ بَعْدَ التَّابِعِيِّ فَهُوَ مُرْسَلٌ
অর্থাৎ, যে হাদীসের সনদের শেষের দিকে তাবেয়ীর পরবর্তী রাবী তথা সাহাবীর নাম বাদ পড়ে, তাকে হাদীসে মুর্সেল বলে।
২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- هُوَ مَا رَفَعَهُ التَّابِعُيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص)
৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, মুর্সেল- مَا سَقَطَ أَخِرُ اسْتَادِهِ مِنْ بَعْدِ التَّابِعِيِّ فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ
হো অস্টাদের পুরুষ হলো মুর্সেল।
৪. ইমাম নবুবী (র) বলেন- الْمُرْسَلُ مَا أَخْبَرَ فِيهِ التَّابِعُيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
হো নবুবী পুরুষ হলো মুর্সেল।
৫. আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন- هُوَ الَّذِي لَا يَذْكُرُ الرَّاوِي الْوَسَائِطَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
হো রাওয়ি পুরুষ হলো মুর্সেল।
৬. কোনো কোনো আলেমের মতে- هُوَ مَا رَفَعَهُ التَّابِعُيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص)
কতিপয় আলেম বলেন এন্টে অর্থাৎ, তাবেয়ীর পর রাবী বাদ পড়ে গেলেই তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।
৭. কতিপয় আলেম বলেন এন্টে অর্থাৎ, তাবেয়ীর পর রাবী বাদ পড়ে গেলেই তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

মোটকথা, কোনো তাবেয়ী সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূল (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করাকে মুর্সেল বলা হয়।

গ. এর হৃকুম-মুর্সেল :

১. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আয়ম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে, মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য। কারণ বর্ণনাকারী দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের কারণেই إِسْنَادِ إِرْسَال না করে স্বাক্ষর করেছেন। তবে ইরসালকারী বিশৃঙ্খলা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুরসাল হাদীস যদি অন্য কোনো দলীল দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য দলীল প্রয়োজন হলেও অসুবিধা নেই।
৩. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এ ব্যাপারে দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা- ক. গ্রহণযোগ্য হবে, খ. গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে প্রথম অভিমতটি অধিক বিশুদ্ধ।
৪. জমছরের অভিমত : জমছর মুহাদ্দিসীনের মতে, حَدِيثُ مُرْسَلٍ-তَوْقِفٌ-এর হৃকুম দেয়া হবে। কেননা সনদে রাবীর নাম বাদ পড়ায় হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা কমে গেছে।
৫. আবু বকর রাবীর অভিমত : ইমাম আবু বকর রাবী (র)-এর মতে, ইরসালকারীর অভ্যাস যদি এমন হয় যে, তিনি শুধু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতে এর স্বাক্ষর করেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য। আর যদি নির্ভরযোগ্য, অনির্ভরযোগ্য সকলের কাছ থেকে এর্সাল করেন, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।

উপসংহার : ইসলামী আইনের অন্যতম ভিত্তি হলো হাদীস। এর গ্রহণযোগ্যতার জন্য হাদীস হতে হবে নির্দিষ্ট নিয়মনীতির আওতাধীন এবং বর্ণনাকারীকে হতে হবে বিশৃঙ্খলা। তাই নানা সূত্রের প্রেক্ষিতে মুর্সেল হাদীস পরিত্যাজ্য, প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয়।

■ **আল্লামা (১০) :** عَرِفِ الرَّاوِي وَأَذْكُرْ شُرُوطَ قَبْوِلِهِ - ثُمَّ بَيْنْ مَرَاتِبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ -

■ **প্রশ্ন :** ১০ ||-এর পরিচয় দাও এবং আলোচনা কর। অতঃপর গৃহীত হওয়ার শর্তাবলি আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : যেসব ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে হাদীস আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে তাদেরকে রাবী বলা হয়। কতিপয় শর্তাবলির ভিত্তিতে রাবী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এক্ষেত্রে রাবীর ন্যায়নির্ণয় ও সততা অপরিহার্য।

৫. **তَعْرِيفُ الرَّاوِي :**

রাওয়ি-রাওয়ি-এর আভিধানিক অর্থ : শব্দটি একবচন। প্রতিশব্দ হিসেবে রাওয়ি-রাওয়ি ও ব্যবহৃত হয়। বহুবচন রূপে অর্থ- বর্ণনাকারী, উদ্বৃত্তকারী, রাবী।

৬. **রাওয়ি-রাওয়ি-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :**

১. ড. মাহমুদ আত তহহানের মতে- أَلْرَاوِيُّ هُوَ الرَّكِيْزَةُ الْأَوْلَى فِي مَعْرِفَةِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ أَوْ عَدَمِ صِحَّتِهِ
অর্থাৎ, হাদীসের বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা জানার সর্বপ্রথম ধাপ হলো রাবী বা বর্ণনাকারী।
২. যেসব ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে হাদীস আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে তাদেরকে রাবী বলা হয়।

৭. **শুরুত ক্ষেত্র রাওয়ি :**

রাওয়ি-রাওয়ি-এর গৃহীত হওয়ার শর্তাবলি : জমছর মুহাদ্দিসীন ও ফিকহবিদগণ একমত হয়েছেন যে, রাওয়ি-রাওয়ি-এর বর্ণনা করুল হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত দুটি। যথা- ১. أَلْعَدَالَةُ ২. أَلْضَبْطُ

১. **রাবীর উদালত :** রাবীর উদালতে দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার মুসলমান হওয়া, হাতে হাতে হওয়া, ফিসক ও মানবীয় ক্রটি থেকে মুক্ত থাকা এবং ভঙ্গুর মানবতামুক্ত হওয়া।
২. **ঝুঁটিশক্তি প্রয়োজন :** রাবীর উদ্দেশ্য হলো রাবীর স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হওয়া। অর্থাৎ রাবী কোনো নির্ভরযোগ্য রাবীর বিরোধী হবে না এবং খারাপ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ও বারবার ভুলকারী, অচেতন এবং অধিক সন্দেহবাদী হবে না।

مَرَاتِبُ الْجَزْح

جْر-এর স্তরসমূহ : উস্লিদগণ جْر-এর শব্দাবলিকে ছয়টি স্তরে বিভক্ত করেছেন এবং এ সকল স্তরের জন্য সুনির্দিষ্ট শব্দাবলি নির্ধারণ করেছেন। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো-

فُلَانْ لَا يَنْتَجْ بِ দ্বিতীয় স্তর : যা বর্ণনাকারীর দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আর তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়; এটা বুবায়। যেমন- **فُلَانْ ضَعِيفْ** অর্থাৎ, অমুক তার কথা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না; অথবা **فُلَانْ مَنَاكِيرْ** অর্থাৎ, অমুক দুর্বল, অথবা **مَوْهِبْ** অর্থাৎ, তার অনেক অপচন্দনীয়তা রয়েছে; **مَوْهِبْ** অথবা অমুক অপরিচিত লোক।

তৃতীয় স্তর : যা বর্ণনাকারীর অত্যধিক দুর্বলতার প্রতি নির্দেশ করে এবং তার হাদীস না লেখার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করে। যেমন বলা হয়- **فَلَانْ** **جِدِّاً** অর্থাৎ, অমুক অত্যন্ত দুর্বল, অথবা **حَدِيْثٌ لَا ضَعِيفٌ** তথা তার হাদীস লেখা যাবে না অথবা **لَا حِلْلَةٌ** অর্থাৎ, তার থেকে রেওয়ায়াত করা বৈধ হবে না; **لَنْ شَيْءٌ** অথবা এটা কিছুই নয় ইত্যাদি।

চতুর্থ স্তর : এমন শব্দ দ্বারা সমালোচনা করা যা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে দেয় অথবা বানোয়াট হাদীস বলে এমন বোঝা যায়। যেমন বলা হয়- **أَوْ مُتَهْمِمٌ بِالْوَضْعِ** অথবা হাদীস বানানোর ব্যাপারে অভিযুক্ত; **أَوْ سَرْقِ** অথবা হাদীস চুরি করে; **أَوْ سَاقِطِ** অথবা হাদীস বাদ দেয়ার অভ্যাস আছে; **أَوْ مَتْرُوكِ** অথবা হাদীস পরিত্যাগ করে দেয়; **بِثْقَة** অথবা অমুক নির্ভরশীল নয়।

পঞ্চম স্তর : এমন শব্দ ব্যবহার করা, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সরাসরি মিথ্যাবাদী বলেই সাব্যস্ত করে, অথবা হাদীস বানায় এমন বুঝায়। কোনো অভিযোগ নয়; বরং সরাসরি অপবাদ দেয়। যেমন কারো ব্যাপারে বলা হয়- **فَلَانْ كَذَّابٌ** তথা অমুক মিথ্যাবাদী; **أَوْ رَجُلٌ كِبِيرٌ** কিংবা দাজ্জাল; **أَوْ ضَاعْ** কিংবা বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী; **أَوْ كَذَّابٌ** অথবা অমুক ব্যক্তি মিথ্যা বলে; **أَوْ تَضَعُمْ** অথবা অমুক হাদীস বানায়।

ষষ্ঠ স্তর : এমন শব্দ, যা চরম মিথ্যার ওপর দালালত করে, এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তর। যেমন বলা হয়- **فُلَانْ أَكْذَبُ النَّاسِ**- অর্থাৎ, অমুক সর্বাধিক মিথ্যাবাদী লোক; **أَوْ هُوَ رُكْنُ الْكَذْبِ** অথবা অমুক মিথ্যার খনি; **فِي الْكَذْبِ** অথবা অমুক মিথ্যার খুঁটি।

مَرَاتِبُ التَّعْدِيْل :

تعدیل-এর স্তরসমূহ : تعدیل তথা বর্ণনাকারীর ন্যায়পরায়ণতার স্তরসমূহ ও শব্দাবলিকে ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

প্রথম স্তর : এমন শব্দ হওয়া, যেগুলো অত্যধিক ন্যায়পরায়ণতার দিকে ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ শব্দগুলো **أَفْعُلْ تَفْضِيل** তথা **-اِسْم**-এর ওয়েনে ব্যবহার হওয়া। যেমন- বলা হয়- **فُلَانْ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّثْبِيتِ** তথা অমুক ব্যক্তি দৃঢ়তার গুণে চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে, অথবা বলা হলো- **فُلَانْ أَثْبَتْ النَّاسِ** অথবা **أَضْبَطْ النَّاسِ** অর্থাৎ, অমুক অত্যধিক দৃঢ়চেতাসম্পন্ন লোক, নির্ভরশীল ব্যক্তি, অত্যন্ত সংরক্ষণশীল।

দ্বিতীয় স্তর : এমন শব্দ হওয়া, যা দৃঢ়তাবোধক শব্দটির **صِفَةٌ** হিসেবে পুনরায় উল্লিখিত হয়, যা ন্যায়পরায়ণতার ওপর আরো অধিকভাবে দালালত করে। যেমন- **তَقْدِيْتُ** তথা নির্ভরশীল, নির্ভরশীল। **تَبْيَنُ** তথা দৃঢ়তাসম্পন্ন, নির্ভরশীল। **مَأْمُونُ** তথা নির্ভরশীল, নিরাপদ।

حَافِظُ تَقْدِيرٍ তথা নির্ভরশীল, সংরক্ষণশীল।

তৃতীয় স্তর : এ স্তরে এমন শব্দ হওয়া, যেগুলো দৃঢ়তার ওপর দালালত করবে, তবে কোনো তাগিদ থাকবে না। যেমন- **فَقِ** তথা নির্ভরশীল। **ثَبْت** তথা দৃঢ়। **حُجَّ** তথা গ্রহণীয়। **مُتَقِنْ** তথা পাকাপোক্ত।

চতুর্থ স্তর : এমন শব্দ হওয়া, যেগুলো ন্যায়পরায়ণতা ও দৃঢ়তার প্রতি নির্দেশ করবে, তবে সংরক্ষণশীলতা এবং পরিপক্বতার দিকে নির্দেশকারী হবে না। যেমন- **صَدْقٌ** ফ্লান্ তথা অমুক সত্যবাদী। **مَمْنُونٌ** তথা নিরাপদ, মুক্ত। **الصِّدْقُ مَحْلٌ** তথা অমুক সততার ভাওয়ার। **بِسْمِ اللّٰهِ** তথা অমুকের ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই।

পঞ্চম স্তর : এমন শব্দ ব্যবহার করা, যার মধ্যে কোনো দৃঢ়তার প্রমাণও মিলে না আবার সমালোচনামূলক কোনো মন্তব্যের দিকেও ইঙ্গিত করে না ।
যেমন বলা হয়- **فَلَنْ شَيْخٌ** তথা অমুক বয়োবৃন্দ । **رَوْى عَنِ النَّاسِ** তার থেকে লোকজন হাদীস বর্ণনা করেছেন । **حُسْنُ الْحَدِيثِ** তথা সুন্দর হাদীস ।

ষষ্ঠ স্তর : এমন শব্দ ব্যবহার করা, যা জর়ু-এর কাছাকাছি। যেমন বলা হয়—**فُلَانْ صَالِحُ الْحَدِيْثِ** অর্থাৎ, অমুকের হাদীসের ব্যাপারে সততা আছে; **يَكْتَبُ حَدِيْثَهُ** অর্থাৎ, তার হাদীস লেখা যায়।

উপরিউক্ত স্তরগুলোর আলোকে মুহাদিসীনে কেরাম হাদীসের মূল্যায়ন করে থাকেন।

উপসংহার : বিভিন্ন শর্ত ও গুণাবলির ভিত্তিতে রাবীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আমাদের উচিত সে আদলেই ইলমে হাদীস চর্চা করা।

● السُّؤال (١١) : عَرِفِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْأَتِيَّةَ : السَّنَدُ - الْمُعَلَّقُ - الْمُعْضَلُ - الْعَزِيزُ - الْغَرِيبُ .

● প্রশ্ন : ১১ || নিচের পরিভাষাসমূহের পরিচয় দাও অবৃত্তি নেওয়া হলো।

● تَعْرِيفُ السَّنَدِ :

سَنَد-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : এটা একবচন, বহুবচনে শব্দটি অর্থ হচ্ছে- ১. সন্দ নির্ভর করা, ২. তথা বিস্তারিত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : সন্দ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় হাদীসবেতাগণের বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন-

১. রাবী তথা বর্ণনাকারীগণের নামের পারস্পরিক ক্রমধারাকে বলা হয়। যেহেতু হাদীসের মূল বক্তব্যের যথার্থতা সন্দ-এর ওপর নির্ভরশীল।

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- **الْسَنَدُ حَكَائِهُ طَرِيقُ الْمَتْنِ**

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- **الْسَنَدُ هُوَ طَرِيقُ الْمُؤْصِلِ إِلَى الْمَتْنِ**, হাদীসের মূল বক্তব্য পর্যন্ত পৌছার বর্ণনাসূত্রকে সন্দ বলে।

৪. আল্লামা মাহমুদ আরুবাস বলেন- **الْسَنَدُ هُوَ سِلْسَلَةُ الرِّجَالِ الْمُؤْصِلَةُ إِلَى الْمَتْنِ**

৫. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- **الْسَنَدُ طَرِيقُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ هُوَ رِجَالُ الَّذِينَ رَوَوْهُ**- পরিশেষে বলা যায়, হাদীস বর্ণনাকারীগণের পরম্পরাকে সন্দ বলে।

● تَعْرِيفُ الْمُعَلَّقِ :

মুক্তি-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : **الْمَعْلُقُ** - ل. ক. মাদ্দাহ জিনসে সীগাহ। বাবে মাদ্দাহ এর সীগাহ। এর অর্থ- ১. ঝুলন্ত, ২. টানানো, ৩. সম্পর্কযুক্ত ইত্যাদি। এর আভিধানিক অর্থ- ১. ঝুলন্ত, ২. টানানো, ৩. সম্পর্কযুক্ত ইত্যাদি। এর অর্থে হাদীসে এসেছে- صَحِحٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. মাহমুদ আত তহানের ভাষায়- **مَا حُذِفَ مِنْ مَبْدَا إِسْنَادِهِ رَأِوِ فَأَكْثَرُ عَلَى التَّوَالِيِّ**, যে হাদীসের সনদের প্রথম দিক হতে এক বা একাধিক রাবীকে পরপর বাদ দেয়া হয়, তাকে হাদীসে মুক্তি বলে।

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে-

إِنْ كَانَ الرَّاوِيْ سَاقِطًا مِنْ بَيْنِ فَلَانْ كَانَ مِنْ مَبْدَا السَّنَدِ سَوَاءً كَانَ السَّاقِطُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ وَكَذَا إِذَا أُسْقِطَ جَمِيعَ رِجَالِهِ فَالْحَدِيثُ مُعَلَّقٌ.

● تَعْرِيفُ الْمُعْضَلِ :

মুক্তি-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : **الْمُعْضَلُ** - ض. মাদ্দাহ জিনসে সীগাহ। মাদ্দাহ থেকে একবাবে মুক্তি বাবে মাদ্দাহ এর সীগাহ। মাদ্দাহ এর অর্থ- ১. আটকিয়ে রাখা, ২. দুর্বল করে দেয়া, ৩. কষ্টকর হওয়া। যেমন বলা হয়- **أَعْيَاهُ أَعْضَلُ** - ৪. বিচ্ছিন্ন।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জম্ভুর মুহাদ্দিসীনের মতে- **مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِ إِثْنَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى التَّوَالِيِّ**, যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুই বা ততোধিক রাবী বাদ পড়ে, সে হাদীসকে হাদীসে মুক্তি বলে।

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- **إِنْ كَانَ السُّقُوطُ بِإِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِيِّ فَهُوَ الْمُعْضَلُ**-

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- **مَا كَانَ فِيهِ الرَّاوِيَانِ سَاقِطَيْنِ مَعًا مُعْضَلٌ**-

● تَعْرِيفُ الْعَزِيزِ :

অবৃত্তি-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে **عَزِيزٌ** শব্দটি এর সীগাহ। এর অর্থ- ১. ম্যরুত বা শক্তিশালী। ২. দুর্বল বা কম। কেননা হাদীসে আয়ী সংখ্যায় কম। ৩. বিজয়ী হওয়া বা প্রাধান্য লাভ করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. মাহমুদ আত তহান বলেন- **أَهُوَ آنِ لَا يَقِلُّ رُوَاْتُهُ عَنِ اثْنَيْنِ فِي جَمِيعِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ**, আয়ী এ সব হাদীসকে বলে, যার রাবীর সংখ্যা কোনো স্তরে দুয়ের কম হয় না।

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- **الْعَزِيزُ هُوَ آنِ لَا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ**-

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- **هُوَ مَا رَوَاهُ اثْنَانِ فَهُوَ عَزِيزٌ**-

● تَعْرِيفُ الْغَرِيبِ :

গ্রীব-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : **غَرِيبٌ** - এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- ১. অন্যান্য শব্দটি একাকী, ২. অপরিচিত, ৩. দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মীয়ানুল আখবার প্রণেতা বলেন- **فَإِنَّا انْفَرَدَ الرَّاوِيْ بِالْحَدِيثِ فَهُوَ غَرِيبٌ**, যখন কোনো হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হয়, তখন তাকে হাদীস প্রণেতা বলে।

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর ভাষায়- **الْغَرِيبُ هُوَ مَا يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي أَيِّ مَوْضَعٍ**-

উপসংহার : হাদীসের বিশুদ্ধতা জানতে হলে হাদীস সংশ্লিষ্ট উস্ল ও পরিভাষা জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। তাই এ বিষয়ে জ্ঞান পিপাসুদের যত্নবান হওয়া দরকার।

٥: تَعْرِيفُ الْحَافِظِ

- حَافِظ-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : শব্দটি বাবে সম্মত থেকে ফাঁuel এর একবচন। এর অর্থ হচ্ছে- ১. সংরক্ষণকারী, ২. মুখস্থকারী ও ৩. সূতিধারণকারী ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. অধিকাংশ হাদীসবিশারদের মতে- **الْحَافِظُ مُرَادِ لِلْمُحَدِّثِ** হো মন يَشْتَغِلُ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ رَوَايَةً এর অর্থ হচ্ছে, যিনি রেওয়ায়াত ও দেরায়াতের দিক থেকে ইলমে হাদীসের গবেষণায় মন্তব্য থাকেন এবং বর্ণনাকারীগণের অবস্থার ওপর অনুসন্ধান করেন, তাঁকে হাফেয বলা হয়।

২. আবার কেউ বলেছেন- **الْحَافِظُ أَرْفَعُ دَرَجَةً مِنَ الْمُحَدِّثِ بِحَيْثُ يَكُونَ مَا يَعْرِفُهُ فِي كُلِّ طَبَقَةٍ أَكْثُرُ مِمَّا يَجْهَهُ**

٦: تَعْرِيفُ الْحُجَّةِ

- حُجَّة-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : **الْبُرْهَانُ وَالدَّلِيلُ** শব্দটি একবচন। বহুবচন হচ্ছে **الْحُجَّةُ** ও **الْحُجَّاتُ**; আভিধানিক অর্থ- **الْبُرْهَانُ وَالدَّلِيلُ** তথা যুক্তি, প্রমাণ দলীল, সনদ, নথি, নির্ভরযোগ্য সূত্র, অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞ, বাদানুবাদ, বাগযুদ্ধ প্রভৃতি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মুজামুল ওয়াসিত গ্রন্থকারের মতে- **الْحُجَّةُ مَنْ أَحَاطَ عِلْمًا بِثَلَاثٍ مَائَةٍ أَلْفِ حَدِيثٍ مَتْنًا وَإِسْنَادًا وَبِأَحْوَالٍ** অর্থাৎ, যার ইলম তিন লক্ষ হাদীস মতন, সনদ ও রাবীদের অবস্থা এবং তাঁদের বৃত্তান্ত যাচাই বাছাই করে পুনর্গঠন করার যোগ্যতা রাখে তাকে হুজ্জাত বলা হয়।

لَآنْ لَا يَكُونَ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

২. যিনি তিন লাখ হাদীস মুখস্থ করেছেন তাকে হুজ্জাত বলে।

٧: تَعْرِيفُ الْحَاكِمِ

- حَاكِم-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : **الْحَاكِمُ** শব্দটি ধাতুমূল থেকে উদ্ভৃত। এটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে- **الْحُكْمَاءُ** বা **الْحُكْمَ**; এর অর্থ হচ্ছে-

১. বিজ্ঞেন, ২. কৌশলী, ৩. সিদ্ধান্তদাতা, ৪. বিচারক ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন- **الْحَاكِمُ هُوَ مَنْ أَحَاطَ عِلْمًا بِجَمِيعِ الْحَادِيثِ حَتَّى لَا يَفْوَتَهُ مِنْهَا** অর্থাৎ, সকল হাদীস সম্পর্কে যিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন এমনকি একটিও তাঁর থেকে ছুটে যায়নি, তাঁকে **الْحَاكِمُ** বলা হয়।

২. কেউ কেউ বলেছেন, হুজ্জাতের উপরের স্তরের ব্যক্তি হলেন হাকেম; অর্থাৎ যিনি সকল হাদীস সনদ ও মতন সহকারে আয়ত্ত করেছেন এবং বর্ণনাকারীগণের অবস্থা সম্পর্কেও সর্বোচ্চ জ্ঞানার্জন করেছেন, তাঁকে ‘হাকেমে হাদীস’ বলা হয়। যেমন- ইমাম ইবনে মুন্টেন (র) হাদীসের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ হাকেম ছিলেন।

উপসংহার : হাদীসের বিশুদ্ধতা জানতে হলে হাদীস সংশ্লিষ্ট উসূল ও পরিভাষা জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। তাই এ বিষয়ে জ্ঞান পিপাসুদের যত্নবান হওয়া দরকার।

■ **الْسُّؤَالُ (١٤): عَرَفِ الرَّاوِيِّ - ثُمَّ بَيِّنْ مَرَاتِبَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ.**

■ **প্রশ্ন : ১৪** ||-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর **الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ**-এর স্তরসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : হাদীসের শুন্দতা বা অশুন্দতার ব্যাপারে যেসব ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে তাদেরকে রাবী বলা হয়। কতিপয় শর্তাবলির ভিত্তিতে রাবী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এক্ষেত্রে রাবীর ন্যায়নিষ্ঠতা ও সততা অপরিহার্য।

٨: تَعْرِيفُ الرَّاوِيِّ

- رَاوِي-এর আভিধানিক অর্থ : প্রতিশব্দ হিসেবে **رَوَا** ও ব্যবহৃত হয়। বহুবচন **রَأْوُنَ** - **رَأْوَةُ** অর্থ- বর্ণনাকারী, উদ্ভৃতকারী, রাবী।

- رَاوِي-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আলেমগণ বলেছেন-

১. ড. মাহমুদ আত তহহানের মতে- **الْرَّاوِيُّ هُوَ الرَّكِيْزَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ أَوْ عَدَمِ صِحَّتِهِ** অর্থাৎ, হাদীসের বিশুদ্ধতা ও অশুন্দতা জানার সর্বপ্রথম ধাপ হলো রাবী বা বর্ণনাকারী।

২. যেসব ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে হাদীস আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে তাদেরকে রাবী বলা হয়।

٩: مَرَاتِبُ الْجَرْحِ

- جَرْح-এর স্তরসমূহ : উসূলবিদগণ এর শব্দাবলিকে ছয়টি স্তরে বিভক্ত করেছেন এবং এ সকল স্তরের জন্য সুনির্দিষ্ট শব্দাবলি নির্ধারণ করেছেন। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো।

প্রথম স্তর : **فُلَانْ لَيْنُ** - অর্থাৎ, যা নরম অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে। এটা সহজ জর্হ তেমন মারাত্ক নয়। যেমন বলা হয়- **أَرْثَانْ**, অমুক ব্যক্তি হাদীসে শিখিলতা করে, অথবা এ ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা আছে, অথবা অমুকের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

ক. হাদীস বর্ণনাকারীর করণীয় : যিনি হাদীস বর্ণনা করবেন তার অনেকগুলো করণীয় কাজ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- নিয়তের বিশুদ্ধতা ও একনিষ্ঠতা। অর্থাৎ দুনিয়াবি নেতৃত্ব ও সুনামের আশা না করে একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা। এদিকে দৃষ্টি রেখেই রাসূল (স) বলেছেন- إِنَّمَا أَعْمَالُ النِّيَّاتِ অর্থাৎ, বান্দার সমস্ত কাজের সফলতা ও বিফলতা তার নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।
- সর্বদা রাসূল (স)-এর হাদীস প্রচার ও প্রসারের চিন্তা থাকা। এর বিনিময় শুধুমাত্র আল্লাহর নিকট কামনা করা।
- তার থেকে বয়সে বড় বা জ্ঞানে-গরিমায় বড় কারো উপস্থিতিতে হাদীস বর্ণনা না করা।
- কেউ কোনো হাদীস জিজ্ঞেস করলে নিজে না জানলে, যে জানে তার সন্ধান দিয়ে দেয়া।
- নিয়ত অশুদ্ধ এ অজুহাতে কাউকে হাদীস বর্ণনায় বারণ না করা। কারণ হতে পারে, পরে তার নিয়ত হয়ে যেতে পারে।
- হাদীস শিক্ষাদানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করা। কেননা এটাই হাদীস বর্ণনার উত্তম আদব ও শ্রেষ্ঠ পন্থা।

খ. হাদীস অন্বেষণকারীর করণীয় : শৃঙ্খলিপি সভায় উপস্থিত হতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করবে তার জন্য মুস্তাহাব হলো-

- পবিত্রতা অর্জন করা, সুগন্ধি লাগানো ও দাঢ়ি-চুল আঁচড়ানো।
- হাদীসে রাসূলের সম্মানার্থে মর্যাদা ও ভয়ের মানসিকতা নিয়ে মজলিসে বসবে। কোনো মজলিস তথা স্থান ব্যতীত রাস্তা ঘাটে হাদীস বর্ণনা করবে না।
- মজলিসে উপস্থিত সবাইকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া। একজনকে অন্যজনের ওপর প্রাধান্য না দেয়া।
- হাদীস বর্ণনার মজলিস আল্লাহর প্রশংসা, রাসূল (স)-এর প্রতি দরুদ ও সময় উপযোগী দোয়ার মাধ্যমে আরম্ভ ও সমাপ্ত করা।
- হাদীস দ্রুততার সাথে বর্ণনা না করা। ধীরে ধীরে বর্ণনা করা, যাতে বর্ণনাকারী ও শ্রোতা সকলে বুঝতে পারে।
- উপস্থিত লোকজনের বিবেক বর্জিত ও তারা যা না বুঝে তা বর্জন করবে।
- হৃদয়ের বিশ্রাম ও বিরক্তি দূর করার জন্য দুর্লভ হৃদয়গ্রাহী ঘটনা বলার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা শেষ করবে।

উপসংহার : রাসূল (স)-এর বাণী যথাযথ এবং যথার্থভাবে উপস্থাপন করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম যথেষ্ট সর্তর্কতা অবলম্বন করেছেন। নির্দিষ্ট দুটি নিয়ম মেনে চললে হাদীস বর্ণনাকারী ও হাদীস শ্রবণকারী উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হবে।

السؤال (١٦) : بَيْنْ حُكْمِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ وَالْعَمَلِ بِهِ -

■ প্রশ্ন : ১৬ || **প্রশ্ন : ১৬ ||** **১৬ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ভুক্ত বর্ণনা কর।**

উত্তর ।। উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর অসংখ্য হাদীস রয়েছে। তা গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। যয়ীফ হাদীস তন্মধ্যে অন্যতম। নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে এ হাদীস বর্ণনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ রয়েছে।

১. হাদীস বর্ণনার ভুক্ত বর্ণনা :

যয়ীফ তথা দুর্বল হাদীস বর্ণনার ভুক্ত : হাদীসবিশারদ ও অন্যান্যের মতে, যয়ীফ বা দুর্বল হাদীস বর্ণনা করা এবং হাদীসের সনদের দুর্বলতার দিক বর্ণনা না করে কিছুটা শিথিলতা করা দুটি শর্তে বৈধ। তবে মাত্র বা জাল হাদীসের ক্ষেত্রে এটা করা বৈধ নয়। কারণ সনদের দুর্বল দিকগুলো বর্ণনা না করে জাল হাদীস বর্ণনা বৈধ নয়। শর্ত দুটি হলো-

- দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহ আকিদা সংক্রান্ত না হওয়া। যেমন মহান আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কিত।
- এসব হাদীস হালাল ও হারামের সাথে সম্পর্কিত শরয়ী বিধান বর্ণনার বিষয়ে না হওয়া। অর্থাৎ ওয়াজ, নসিহত, প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন ও গল্প কাহিনীসহ ইত্যাদি বিষয়ে যয়ীফ হাদীসের বর্ণনা বৈধ। এসব হাদীস বর্ণনার বিষয়ে যে সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ থেকে শিথিলতা পাওয়া যায় তাঁরা হলেন- সুফিয়ান আস সাওরী, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাস্বল (র)।

আর যয়ীফ হাদীস বর্ণনার বিষয়ে সর্তর্ক থাকতে হবে। যখন কোনো সনদ ব্যতীত এসব যয়ীফ হাদীস বর্ণনা করা হবে, তখন সেখানে এ কথা বলা যাবে না যে, রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ বলেছেন; বরং এভাবে বলতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এরূপভাবে বর্ণিত আছে। অথবা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে আমাদের নিকট এভাবে পৌছেছে। এ ধরনের শব্দচয়ন করে বলা আবশ্যিক। কারণ যাতে নিজে এ হাদীসকে দুর্বল জেনেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে দৃঢ়তার সাথে নিসবত না করা হয়।

২. হাদীস বর্ণনার ভুক্ত বর্ণনা :

যয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করার ভুক্ত : যয়ীফ তথা দুর্বল হাদীসের ওপর আমল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতানৈক্য করেছেন। জমত্র ওলামায়ে কেরামের মতে, আমলের ফয়লতের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করাও মুস্তাহাব। তবে (এ আমল করা যাবে) তিনটি শর্তসাপেক্ষে, যেগুলো হাফেয ইবনে হাজার (র) স্পষ্ট করেন। তা হলো- ১. হাদীসটির সনদের দুর্বলতা চরম পর্যায়ে না হওয়া। ২. হাদীসটির ওপর আমল করা যাব এমন নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হওয়া। ৩. হাদীসটি আমল করার সময় এর প্রামাণ্যতার বিষয়ে বিশ্বাস রাখা যাবে না; বরং সর্তর্কতার দিক থেকে আমল করা হচ্ছে- এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে হবে।

উপসংহার : ফয়লতপূর্ণ যয়ীফ হাদীসও ক্ষেত্রবিশেষ আমলযোগ্য বলে আলেমগণ মত প্রকাশ করেছেন। তবে জাল হাদীস কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য হতে পারে না।

الْسُّؤَالُ (١٧) : تَحَدَّثُ عَنْ أَدَابِ الْمُحَدَّثِ ■

■ প্রশ্ন : ১৭ || মুহাদ্দিস-এর শিষ্টাচারসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ইলমে হাদীস গবেষণায় যিনি মশগুল থাকেন, তাকে মুক্তি তথা হাদীসবিশারদ বলা হয়। মুহাদ্দিস দারসে হাদীসের মজলিসে বসলে তাঁর জন্য মুস্তাহাব কিছু করণীয় কাজ রয়েছে, যা অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য। আর কত বছর বয়স পর্যন্ত তিনি হাদীস বর্ণনা স্বাভাবিকভাবে করতে পারবেন, এরপর করা সমীচীন নয়, এ বিষয়ে কিছু দিকনির্দেশনা রয়েছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

৩. أَدَابُ الْمُحَدَّثِ :

মুক্তি-এর শিষ্টাচারসমূহ : আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে সবসময় হাদীস গবেষণায় মশগুল থাকা একটি সম্মানজনক কাজ। এ কাজ যিনি করে থাকেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলা হয়। সুতরাং উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি তাঁর মধ্যে যেসব শিষ্টাচার থাকা একান্ত অপরিহার্য, তা হচ্ছে যথাক্রমে-

1. নিয়তের বিশুদ্ধতা থাকা। কেননা হাদীসে এসেছে- إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
2. খুলুসিয়াত থাকা। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে এসেছে- وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ
3. বৈষয়িক স্বার্থ থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা।
4. প্রসিদ্ধি অর্জন কিংবা নেতৃত্বলাভের লোভ না থাকা।
5. একমাত্র হাদীসের প্রচার ও প্রসারকে জীবনের উদ্দেশ্য বানানো।
6. প্রতিদানলাভের উদ্দেশ্যে রাসূল (স)-এর হাদীস প্রচার করা। কেননা রাসূল (স) বলেছেন- بَلَّغُوا عَنِّيْ وَلَوْ أَبَّ
7. তাঁর চেয়ে বয়স ও জ্ঞানের বিবেচনায় বড় এরূপ কারো সামনে হাদীস বর্ণনা না করা।
8. হাদীস সম্পর্কে কেউ তার নিকট জানতে চাইলে, জানা থাকলে বলে দেয়া; অন্যথা যিনি জানেন তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেয়া।
9. কেউ তাঁর নিকট হাদীস বর্ণনা করলে, বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করা।
10. হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের জন্য মজলিস নির্বাচন করা।

উপসংহার : সর্বদা ইলমে হাদীসের গবেষণায় মশগুল থাকা একটি সম্মানজনক কাজ। এর দ্বারা সহজেই আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টিলাভের আশা করা যায়। আর এ কাজ যিনি করেন, তাঁকে মুহাদ্দিস বলা হয়। মুহাদ্দিসের হাদীস বর্ণনার জন্য নির্ধারিত কোনো বয়স নেই। তিনি যোগ্য, অভিজ্ঞ ও প্রাঞ্জ হলে এবং সক্ষমতা থাকলে যে কোনো বয়সে হাদীস বর্ণনা করতে পারেন।

الْسُّؤَالُ (١٨) : أَذْكُرْ خَمْسَةً مِنْ أَسْمَاءِ الْمُكْثِرِينَ فِيْ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ مَعَ ذِكْرِ عَدَدِ رِوَايَتِهِمْ ■

■ প্রশ্ন : ১৮ || বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী পাঁচজন সাহাবীর নাম উল্লেখ কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স) থেকে গ্রহণযোগ্য সূত্রে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের সংখ্যা মাত্র ১০৫ জন। মুসনাদে আবু দাউদে রাবী সাহাবীর সংখ্যা ২৫০ জন এবং উসুদুল গাবাহ নামক গ্রন্থে ৭৫৫৪ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কেরাম বর্ণিত হাদীস সংখ্যার ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদেরকে ৪ ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণির রাবীগণ হলেন তাঁরা, যাঁরা প্রত্যেকে এক সহস্রাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব সাহাবী রাবীগণকে আলোচনা করা হলো।

৪. الْمُكْثِرُونَ فِيْ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَتَعْدَادُ حَدِيثِهِمْ :

অধিক বর্ণনাকারীগণ ও তাঁদের হাদীস সংখ্যা : হাদীস বর্ণনায় আল্মুক্তিরুন ফি হলেন সেসব সাহাবী, যাঁরা ন্যূনতম এক হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে, যেসব সাহাবী মহানবী (স) থেকে কমপক্ষে এক হাজার বা ততোধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেসব প্রথ্যাত রাবী সাহাবায়ে কেরামকে বলা হয়- আল্মুক্তিরুন ফি রিয়ায়ে হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে, এরূপ সাহাবীর সংখ্যা সাত জন। তন্মধ্যে থেকে পাঁচজন হলেন-

ক্রমিক নং	নাম	মৃত্যু সন	হাদীস সংখ্যা
১.	হ্যরত আবু হোরায়রা (রা)	৫৭ হি.	৫৩৭৪
২.	হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)	৭৩ হি.	২৬৩০
৩.	হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রা)	৯১ হি.	২২৮৬
৪.	হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)	৫৭ হি.	২২১০
৫.	হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্রাস (রা)	৬৮ হি.	১৬৬০

উপসংহার : সাহাবায়ে কেরামের গভীর আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হাদীসের বিশাল ভাওর সংগ্রহ সম্ভবপর হয়েছে। এক্ষেত্রে অপরাপর সাহাবীদের সাথে উক্ত পাঁচজন সাহাবীর ভূমিকা ও অবদান ইলমুল হাদীসের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

● السؤال (١٩) : مَا الْمُتَابِعُ وَالشَّاهِدُ؟ بَيْنَ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا -

■ প্রশ্ন : ১৯ || কী? উভয়ের পার্থক্যসহ বর্ণনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী শোনার জন্য সর্বদা অসংখ্য সাহাবী তাঁর কাছে একত্রিত হতেন। এসব সাহাবীর হাদীস বর্ণনায় পরস্পরের সাথে শব্দগত অথবা ভাবগত দিক থেকে অনেক সময় ছবছ মিলত না। আবার অনেক সময় ছবছ মিলে যেত। এ পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীসকে মুন্তাবে বলে।

● تَعْرِيفُ الْمُتَابِعِ :

●-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : শব্দটি বাবে মুক্তি থেকে ফাইল থেকে মুকাবে এ-এর সীগাহ। যা মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. যেমন বলা হয়-**وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ**-**إِسْمٌ فَاعِلٌ** কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে মুন্তাবে।

২. তথা সমতা। ৩. তথা সাদৃশ্য। ৪. ইত্যাদি।

পরিভাষিক সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় মুন্তাবে বলা হয়-**إِسْنَادُ الْحَدِيثِ**। অর্থাৎ, হাদীসের সনদের মধ্যে এক বর্ণনাকারী কর্তৃক অন্য বর্ণনাকারীর সাথে একাত্তরা প্রকাশ করাকেই মুন্তাবে বলা হয়।

২. ড. মাহমুদ আত তহহান বলেন অর্থাৎ, হাদীস বর্ণনায় এক বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে শরীক হলে তাকে মুন্তাবে বলে।

৩. মীয়ানুল আখবার প্রণেতা বলেন-**إِذَا رَأَى حَدِيثًا وَرَأَى أَخْرًى مُوَافِقًا لَهُ يُسَمِّي مُتَابِعًا**

৪. কতিপয় আলেম বলেন-**هِيَ أَنْ تَحْصُلَ الْمُشَارِكَةُ لِلرَّاوِيِّ فِي الرِّوَايَةِ**

● تَعْرِيفُ الشَّاهِدِ :

●-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : শব্দটি বাবে সম্মত থেকে এ-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- সাক্ষী, উপস্থিত ইত্যাদি।

পরিভাষিক সংজ্ঞা : ১. নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থকার বলেন-**إِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يَشْبَهُهُ فَهُوَ الشَّاهِدُ**। কোনো হাদীসের অনুরূপ হাদীস পাওয়া গেলে তাকে শাহিদ বলে।

২. কেউ কেউ বলেন-**إِذَا رَأَى حَدِيثًا وَرَأَى أَخْرُ حَدِيثًا مُوَافِقًا لَهُ مَعَ الْاِخْتِلَافِ فِي الصَّحَابَةِ يُسَمِّي شَاهِدًا**

● الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ :

আভিধানিক অর্থ : শাহিদ এর মধ্যে পার্থক্য হাদীস প্রায় কাছাকাছি। তবুও উভয়ের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

১. অর্থাৎ, সাহাবী এক হওয়া শর্ত, আর জন্য শাহিদ-এর জন্য শর্ত।

২. কোনো কোনো আলেমের মতে, শব্দের মিলকে এবং অর্থের মিলকে শাহিদ বলে।

৩. কেউ বলেন, উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একটির স্থলে অন্যটি ব্যবহার হয়।

উপসংহার : শরীয়তের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হলো হাদীস। আর একমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসই শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণীয়। এক্ষেত্রে মুন্তাবে শাহিদ হাদীস যদি যাচাই বাচাইতে নিখুঁত প্রমাণিত হয়, তাহলে তা অবশ্য পালনীয়।

● السؤال (٢٠) : عَرِفِ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا -

■ প্রশ্ন : ২০ || এর আভিধানিক ও পরিভাষিক পরিচয় দাও।

উত্তর || উপস্থাপনা : রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতির নাম হাদীস। সনদের দুর্বলতা ও সবলতার বিচারে হাদীসের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। তন্মধ্যে এক প্রকার। নিম্নে এক মুর্সল উপস্থাপন করা হলো।

● تَعْرِيفُ الْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ :

●-এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এফুল শব্দটি বাবে এস্ম মাফুল থেকে একটি পরিযোগ করা। যেমন বলা হয়-**أَرْسَلْتُ الطَّيْرَ بِيَدِيْ**। এর অর্থ-

১. তথা পরিযোগ করা। যেমন বলা হয়-**أَرْسَلْتُ الطَّيْرَ بِيَدِيْ**।

২. তথা বিনাশকে ছেড়ে দেয়া। যেমন বলা হয়-**أَرْسَلْتُ الْبَعِيرَ وَالْأَسِيرَ**।

৩. তথা অধিপত্য বা ক্ষমতা দেয়া। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-**أَرْسَلْتُ الْكَافِرِينَ تَوْهِمْ أَزْ**।

৪. তথা প্রেরণ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-**أَرْسَلْ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ**।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মানার প্রণেতার ভাষায় - هُوَ الْخَبْرُ الَّذِي رَوَاهُ قَوْمٌ لَا يُحْصِى عَدَدُهُمْ وَلَا يُتَوَهَّمُ تَوَاطُّهُمْ عَلَى الْكَذِبِ - এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অর্থাৎ, এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং মিথ্যার ওপর এতগুলো লোকের ঐকমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। আর এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা সর্বদা বহাল থাকবে।

২. আবুল বারাকাত (র)-এর ভাষায় -

الْمُتَوَاتِرُ هُوَ الْخَبْرُ الَّذِي رَوَاهُ قَوْمٌ لَا يُحْصِى عَدَدُهُمْ وَلَا يُتَوَهَّمُ تَوَاطُّهُمْ عَلَى الْكَذِبِ لِكَثْرَتِهِمْ وَتَبَاعِينَ أَمَانِكِنْهُمْ وَعَدَالِتِهِمْ -

৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন - آنِ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ بِلَا عَدِ مُعَيْنٌ فَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ

৪. শায়খ আবদুল হক মুহাম্মদিসে দেহলভী (র)-এর বর্ণনা মতে -

وَإِنْ بَلَغَتْ رُوَاْتُهُ فِي الْكَثْرَةِ إِلَى أَنْ يَسْتَحِيلَ الْعَادَةُ تَوَاطُّهُمْ وَاجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ يُسَمَّى مُتَوَاتِرًا -

৫. হৃসামী প্রণেতা বলেন - الْمُتَوَاتِرُ مَا اتَّصَلَ بِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يُتَابِعُ النَّقْلِ إِتْحَادًا لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةٌ -

৩: شُرُوطُ الْمُتَوَاتِرِ

■ প্রশ্ন : ২৩ || হাদীস বর্ণনাকারীর উদারণে প্রশ্নবিন্দু হওয়ার কারণগুলো আলোচনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীর উদারণে প্রশ্নবিন্দু হওয়ার কারণগুলো আলোচনা কর।

১. তথা হাদীসটি অধিক সংখ্যক রাবীর বর্ণনা হওয়া।

২. তথা রাবীর এ সংখ্যাধিক্য সনদের সকল স্তরে পাওয়া যাওয়া।

৩. তথা সাধারণত সকল রাবীর মিথ্যার ওপর একমত হওয়া অস্তিত্ব।

৪. তথা রাবীগণের হাদীস অনুভূতি নির্ভর হওয়া। অর্থাৎ তাদের কথা খবর হওয়া।

উপসংহার : সকল হাদীসই মহানবী (স)-এর মুখনিঃস্ত বাণী। তবে মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে মুতাওয়াতির হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম।

■ **الْسُّؤَالُ (২৩) : تَحَدَّثُ عَنْ أَسْبَابِ الطَّعْنِ فِي الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ -**

■ প্রশ্ন : ২৩ || হাদীস বর্ণনাকারীর উদারণে প্রশ্নবিন্দু হওয়ার কারণগুলো আলোচনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীর উদারণে প্রশ্নবিন্দু হওয়ার কারণগুলো আলোচনা কর।

৩: أَسْبَابُ الطَّعْنِ فِي الْعَدَالَةِ

হাদীস বর্ণনাকারীর উদারণে প্রশ্নবিন্দু হওয়ার কারণ : প্রথ্যাত হাদীসবেতাগণের মতে প্রাদুর্বিনিষ্ঠকারী কারণসমূহ নিরূপ-

১. তথা বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী হওয়া। অর্থাৎ হাদীসে নববীর ক্ষেত্রে স্বয়ং বর্ণনাকারীর স্বীকারোক্তি বা অন্য কোনো উপায়ে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়া।

২. তথা মিথ্যায় অভিযুক্ত হওয়া। হাদীসের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী না হলেও সাধারণভাবে মাঝে রাবী মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত হওয়া। এ ধরনের বর্ণনাকারীর হাদীসকে মুর্তুক মুর্তুক বলে।

৩. তথা রাবী ফাসেক হওয়া। অর্থাৎ বর্ণনাকারীর কাজকর্মে ফাসেকি থাকা। তবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কবীরা গুনাহকে কবীরা মনে করে।

৪. তথা রাবী অজ্ঞাত হওয়া। অর্থাৎ রাবী ব্যক্তি হিসেবে অপরিচিত হওয়া, কিন্তু গুণ বৈশিষ্ট্যে অপরিচিত নয়।

৫. তথা রাবী বিদ্যাত কাজে লিপ্ত হওয়া। রাবী যদি বিদ্যাত কাজে লিপ্ত হয়, তার বর্ণিত হাদীসকে মুর্দু মুর্দু বলা হয়।

৬. রাবী হাদীস চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত থাকা।

৭. 'অমুকের হাদীস লেখা যাবে না' এমন ঘোষণা আসা।

৮. সরাসরি মিথ্যাবাদী বা দাজ্জাল উপাধিতে ভূষিত হওয়া।

৯. মিথ্যা হাদীস তৈরি সম্পর্কে অভিযোগ থাকা।

১০. বর্ণনাকারীর ব্যাপারে বলা - فِيهِ مَقَالٌ

৩: أَسْبَابُ الطَّعْنِ فِي الضَّبْطِ

হাদীস বর্ণনাকারীর উদারণে প্রশ্নবিন্দু হওয়ার কারণ : যে সকল কারণে প্রশ্নবিন্দু হওয়ার কারণগুলো মতে তা নিরূপ-

১. তথা অধিক অমনোযোগিতা : হাদীস বর্ণনাকারীর মনোযোগ যদি অধিক ক্ষেত্রেই রেওয়ায়াতের দিক থেকে অন্য দিকে থাকে, তাহলে তার প্রশ্নবিন্দু ঠিক থাকে না।

২. তথা অধিক মাত্রায় ভুল : বর্ণনাকারী যদি নিজের কারণে হাদীস বর্ণনায় অধিক পরিমাণে ভুল করেন।

৩. তথা বিশৃঙ্খল ব্যক্তির বিরোধিতা : বর্ণনাকারী যদি বিশৃঙ্খল রাবীর বিরোধিতা করেন।

৪. তথা ভ্রান্ত ধারণা : বর্ণনাকারী যদি ধারণাপ্রসূত ভুল বর্ণনা করেন।

৫. তথা স্মরণশক্তির ক্ষতি : বর্ণনাকারী যদি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে বা নির্ভুলের চেয়ে ভুলই বেশি বর্ণনা করে।

উপসংহার : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীর যেসব মৌলিক গুণাবলি রয়েছে তন্মধ্যে প্রাদুর্বিনিষ্ঠ উদারণে প্রশ্নবিন্দু হওয়ার কারণগুলো আলোচনা করা হয়েছে।